ইউনিট ৭

অধিবেশন ৪৫ ঃ ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা : আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক

অধিবেশন ৪৬ ঃ ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকাঃ গাঠনিক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক (SBA)

অধিবেশন ৪৭ ঃ ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে মূল্যযাচাই কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন

অধিবেশন ৪৮ ঃ ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে ব্যক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা প্রকাশক প্রশ্ন

অধিবেশন ৪৯ ঃ প্রবণতা ও মূল্যবোধের পরিচায়ক ও প্রকাশক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও লেখা

অধিবেশন ৫০ ঃ সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

অধিবেশন ৫১ ঃ অনুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

অধিবেশন ৫২ ঃ ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

অধিবেশন ৫৩ ঃ ফলাবর্তনের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

অধিবেশন ৫৪ ঃ মূল্যযাচাই অন্তর্ভুক্তির জন্য পাঠ্যসূচীর সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পাঠ পরিকল্পনার পর্যালোচনা

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৫**

ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা ঃ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক

ভূমিকা

আমরা যখন বাজারের পণ্য ক্রয় করি, তখন াবশ্যই ঐ পণ্যটির একটি নির্ধারিত মূল্য প্রদান করি। এখন প্রশ্ন হল আপনি, কতটুকু মূল্য প্রদান করেনই পণ্য বিক্রেতা আপনার কাছে অধিক দাম চাইতে পারে। আপনি নিশ্চয়ই অতিরিক্ত মুল্য প্রদান করেন না। সে কারণে অন্য দোকনে তা যাচাই করে নেন। যে দোকানে কম দাম পাবেন সে দোকানের জিনিসটিই কিনবেন নিশ্চয়ই। এত গেল দরকষাকষি (Bargaining)-এর মাধ্যমে মূল্য যাচাই করার কথা। কিন্তু প্রশ্ন হল-যে শিক্ষার্থীকে আপনি পড়াচ্ছেন তাকে কীভাবে যাচাই করবেন? শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পণ্য বাজারের মত Bargaining Center নয়। শিক্ষার্থী মুল্যায়ন অবশ্যই ভিন্ন হবে। আসুন আমরা এ অধিবেশন থেকে শিক্ষার্থী মুল্যায়ন বা মূল্যযাচাই কীভাবে করবেন এ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

অধিবেশন : মুল্যযাচাইয়ের সংজ্ঞা, শ্রেণীবিভাগ ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

১। মূল্যযাচাই সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

২। মূল্যযাচাইয়ের প্রাথমিক প্রকারভেদ বলতে পারবেন।

৩। মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

চারটি পর্বের মাধ্যমে মূল্যযাচাইয়ের প্রাথমিক পরিচিত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আসুন আমরা পর্বগুলো সম্পন্ন করি এবং জেনে নিই মূল্যযাচাই সম্পর্কে।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ ঃ

পর্ব-ক. মূল্যযাচাইয়ের সংজ্ঞা সম্পর্কে শিক্ষকের বক্তব্য

১। শ্রেণী শিক্ষক মূল্যযাচাই কি এ সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ২/৩ মিনিট চিন্তা করার সুযোগ দিবেন।

২। এরপর শিক্ষক কিছু ছাত্রকে (বাছাই/ নির্দিষ্ট করে) মূল্যযাচাই কী এ সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। প্রয়োজনে উত্তরটি বোর্ডে লিখবেন।

৩। প্রাপ্ত উত্তর সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলাবেন এবং সঠিক উত্তরটি শিক্ষার্থীদেরকে সংক্ষেপে জানিয়ে দেবেন।

সম্ভাব্য উত্তর ঃ

শিক্ষণ ও শিখনের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপের জন্য যে সকল কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে মূল্যযাচাই বলে। যেমন বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষায় প্রকল্প প্রদান, নির্দেশনামূলক কাজ, ধারাবাহিক মূল্যযাচাই, প্রান্তিক মূল্যযাচাই ইত্যাদি।

পর্ব-খ. মূল্যযাচাইয়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা

১। শিক্ষার্থীদের একে অপরের সাথে আলোচনার সুযোগ দিন (Peer Discussion) -৫ মিনিট

২। **আলোচ্য বিষয়- মূল্যযাচাইয়ের প্রকারভেদ**

৩। আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ৩/৪ জনকে মূল্য যাচাইয়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে বলবেন।

৪। বর্ণনা শেষে শিক্ষক সঠিক উত্তরটি উপস্থাপন করবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

মূল্যযাচাইকে আমরা প্রথমতঃ দু'ভাগে ভাগ করতে পারি (ক) আনুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই ও (খ) অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই।

(ক) **আনুষ্ঠানিক মূল্যযাচাইঃ** যে সকল মূল্যযাচাইয়ে উপযুক্ত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাকে আনুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই বলে। যেমন - বছর শেষে পরীক্ষা।

(খ) **অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাইঃ** যে সকল মূল্যযাচাই সচরাচর শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় প্রায় সব সময়ই করা হয় তাকে অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই বলে। যেমন শ্রেণী কক্ষে দক্ষতা মূল্যায়ন।

পর্ব-গ. মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা

১। মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকাসমূহ চিহ্নিত করার জন্য পুরো ক্লাসকে ৪/৫টি গ্রুপে ভাগ করে প্রত্যেক গ্রুপকে তিনটি করে ভূমিকা লিখতে বলুন (১০ মিনিট)।

২। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ভূমিকাসমূহ পূনরাবৃত্তি না করে বোর্ডে লিখবেন।

৩। শিক্ষক প্রাপ্ত ভূমিকাসমূহ সম্ভাব্য উত্তরের ভূমিকার সংগে মিলাবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক উত্তরটি জানাবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা

মূল্যযাচাই মূলতঃ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর কতগুলো বাস্তব সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত হয়।

১। **শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপঃ** মূল্যযাচাই শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২। **শিক্ষামূলক পরিকল্পনাঃ** শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপ করে তার ভিত্তিতে পরবর্তী শিক্ষামূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করে।

৩। **শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ধারণঃ** মূল্যযাচাইয়ের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের জন্য কী ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তা নির্ধারণ করা যায়।

৪। **শ্রেণী বিন্যাস ও প্রমোশনঃ** মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিন্যাস ও উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়া যায়।

৫। **পাঠ্য বিষয় নির্ধারণঃ** মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার ভিত্তিতে উপযুক্ত পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করা যায়।

৬। **শিক্ষার্থীদের ত্রুটিসমূহ নির্ণয়ঃ** মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ত্রুটিসমূহ নির্ণয় করে তার বাস্তব সমাধান প্রদান করা যায়।

৭। **শিক্ষার্থীদেরকে অনুপ্রেরণা যোগায়ঃ** মূল্যযাচাই পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়।

৮। **নিয়মানুবর্তিতা শেখায়ঃ** মূল্যযাচাই শিক্ষার্থীদের একটি ছকে বাধা নিয়মে আবদ্ধ করে যার ফলে ভাল ফলাফলের আশায় শিক্ষার্থীগণ নিয়ম অনুসরণ করে চলে।

৯। মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ, চিন্তাধারা, অভ্যাস, আবেগ ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

১০। মূল্য যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উপযোগিতা ও দূর্বলতা যাচাই করা যায়।

পর্ব-ঘ. উপসংহার

১. শিক্ষক উপরিউক্ত বিষয়সমূহের উপর পর্ব অনুযায়ী ২০ মিনিট সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (Mini lecture) রাখবেন এবং শিক্ষার্থীগণ বুঝতে পেরেছে কি না তা জানবেন।

মূল্যায়ন

১. আজকের ক্লাস থেকে আপনি কী শিখলেন?

২. সতীর্থ আলোচনায় সবাই অংশ নিয়েছে কিনা?

৩. শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন উত্তরের মান কেমন ছিল?

৪. প্রশিক্ষণার্থীগণ ক্লাসে মনোযোগী ছিলেন কি না?

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৫**

অনুশীলন-১

নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তরগুলি লিখুন

১। মূল্যযাচাই কী?

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

২। মূল্যযাচাইয়ের প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

৩। ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ৫টি ভূমিকা লিখুন।

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৫**

অনুশীলন-১

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষণ-শিখনে মূল্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শিক্ষার্থী মূল্যায়নের সূচক/নির্ণায়ক/কৌশল সমূহ নিম্নের ছকে চিহ্নিত করুন।

প্রকার ভেদ	মূল্যায়নের সূচক/নির্ণায়ক/কৌশল
আনুষ্ঠানিক	লিখিত পরীক্ষা
	নির্ধারিত কাজ
অনানুষ্ঠানিক	বাড়ির কাজ
	শ্রেণী কক্ষে উপস্থিতি

উপর্যুক্ত অনুশীলন দুটি শেষ করার পর আমরা মূল শিক্ষণীয় বিষয়ে চলে যাব। বিষয়বস্তুটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বেন।

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ- শিখনে মূল্যযাচাই-এর ভূমিকা ঃ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক

ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেমন মূল্যায়নের প্রয়োজন তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মূল্যায়ন। ব্যক্তির আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গীর কাংখিত পরিবর্তন ও তার বিকাশনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। মূল্যযাচাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল ও ত্বরান্বিত করে। এজন্য প্রথমেই আমাদের জানা দরকার মূল্যযাচাই কী?

মূল্যযাচাই কার্যক্রমে শিক্ষণ ও শিখনের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপের জন্য যে সকল কৌশল অবলম্বন করা হয়, যেমন বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষায় প্রকল্প প্রদান, নির্দেশনামূলক কাজ, ধারাবাহিক মূল্যযাচাই, প্রান্তিক মূল্যযাচাই ইত্যাদি। মূল্যযাচাইকে আমরা প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি (ক) আনুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই ও (খ) অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই।

(ক) **আনুষ্ঠানিক মূল্যযাচাইঃ** যে সকল মূল্যযাচাইয়ে উপযুক্ত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাকে আনুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই বলে। যেমন - বছর শেষে পরীক্ষা।

(খ) **অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাইঃ** যে সকল মূল্যযাচাই সচরাচর শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় প্রায় সব সময়ই করা হয় তাকে অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই বলে। যেমন শ্রেণী কক্ষে দক্ষতা মূল্যায়ন।

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা

মূল্যযাচাই মূলতঃ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর কতগুলো বাস্তব সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত হয়।

১। **শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপঃ** মূল্যযাচাই শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২। **শিক্ষামূলক পরিকল্পনাঃ** শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপ করে তার ভিত্তিতে পরবর্তী শিক্ষামূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করে।

৩। **শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ধারণঃ** মূল্যযাচাইয়ের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের জন্য কী ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তা নির্ধারণ করা যায়।

৪। **শ্রেণী বিন্যাস ও প্রমোশনঃ** মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিন্যাস ও উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়া যায়।

৫। **পাঠ্য বিষয় নির্ধারণঃ** মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার ভিত্তিতে উপযুক্ত পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করা যায়।

৬। **শিক্ষার্থীদের ত্রুটিসমূহ নির্ণয়ঃ** মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ত্রুটিসমূহ নির্ণয় করে তার বাস্তব সমাধান প্রদান করা যায়।

৭। **শিক্ষার্থীদেরকে অনুপ্রেরণা যোগায়ঃ** মূল্যযাচাই পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়।

৮। **নিয়মানুবর্তিতা শেখায়ঃ** মূল্যযাচাই শিক্ষার্থীদের একটি ছকে বাধা নিয়মে আবদ্ধ করে যার ফলে ভাল ফলাফলের আশায় শিক্ষার্থীগণ নিয়ম অনুসরণ করে চলে।

৯। মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ, চিন্তাধারা, অভ্যাস, আবেগ ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

১০। মূল্য যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উপযোগিতা ও দুর্বলতা যাচাই করা যায়।

মূল্যায়ন

১। মূল্যযাচাই কী?

২। মূল্যযাচাইয়ের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

৩। ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৪। কোনটা মূল্য যাচাইয়ের পদ্ধতি নয়?

ক. লিখিত পরীক্ষা
খ. নির্ধারিত কাজ
গ. বির্তক প্রতিযোগিতা
ঘ. বাড়ির কাজ

৫. কোনটা আনুষ্ঠানিক মূল যাচাই?
ক. বাড়ির কাজ
খ. শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি
গ. নিজে করা
ঘ. লিখিত পরীক্ষা

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৬**

ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ- শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা ঃ গাঠনিক ও বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই (SBA)

ভূমিকা

আমাদের দেশের মাইক্রো ক্রেডিট অপারেশন সাফল্যের কথা জানেন নিশ্চয়ই। এ সাফল্যের মূলে রয়েছে তদারকী বা supervision। অব্যবহৃত তদারকীর কারণে ক্ষুদ্র ঋণের আদায় হার অন্যান্য ঋণের তুলনায় ফলপ্রসূ হয়েছে। শিক্ষার্থী মুল্যায়নেও এ ধরনের অব্যবহৃত বা চলমান প্রক্রিয়া ফলপ্রসু হিসেবে গণ্য করা হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষণ প্রক্রিযাকে চলামান তদারকীর মাধ্যমে ফলপ্রসু করা হয়। আর পদ্ধতিকেই বলা হয় বিদ্যালয়ভিত্তিক মুল্যায়ন। এবার আসুন, আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

১. গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
২. ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ-শিখনে গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
৩. বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যযাচাই কী তা বলতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ ঃ

পর্ব-ক. মূল্যযাচাই সম্পর্কে শিক্ষকের বক্তব্য (Mini lecture)

১. মূল্যযাচাই সম্পর্কে পূর্বের অধিবেশনে যে আলোচনা করা হয়েছে সে আলোকে শিক্ষক গাঠনিক ও বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের উপর ১০ মিনিট সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিবেন।

২. বক্তব্য শেষে শিক্ষার্থীদের মূল্যযাচাই সম্পর্কে দু'একটি প্রশ্ন করে জানবেন শিক্ষার্থীগণ মূল্য যাচাই সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে কিনা।

পর্ব-খ. গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের সংজ্ঞা ও এর ভূমিকা

১. গাঠনিক মূল্যযাচাই বলতে কী বুঝায়? এই মর্মে শিক্ষার্থীদিগকে প্রশ্ন করুন।

২. প্রাপ্ত উত্তরগুলো সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলাবেন এবং সঠিক উত্তরটি তাদেরকে জানাবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

গাঠনিক মূল্যযাচাই হলো শিক্ষাক্ষেত্রে একটি চলমান যাচাই প্রক্রিয়া। শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে তদারকী করার জন্য গাঠনিক মূল্য যাচাই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। গাঠনিক মূল্য যাচাইয়ের কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১। Page Thomas এর মতে "যে মূল্যযাচাই ব্যবস্থায় প্রয়োগকৃত অভীক্ষার ফলাফল থেকে তথ্যের ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থাকে উন্নত করা যায় বা যা শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতা ও সর্বোচ্চ শিখন প্রতিবন্ধকতার চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম তাকে গাঠনিক মূল্য যাচাই বলে।"

২। Ruth Sutton এর মতে "গাঠনিক মূল্য যাচাই হল আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত চলমান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশুর শিখন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তার মাধ্যমে পরবর্তী ধাপের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।"

৩। Best and Kahn বলেছেন "গাঠনিক মূল্যযাচাই একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। গঠনমূলক পর্যবেক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল কোন নির্দিষ্ট শিখন কাজের কতটুকু পূর্ণ হল

তার মাত্রা নিরুপণ করা এবং পূর্ণ সফল শিখন ঘটাতে কতটুকু বাকী থাকল তার সুনির্দিষ্টকরণ।"

৩। ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকাসমূহ চিহ্নিত করার জন্য সম্পূর্ণ ক্লাশকে চারটি ভাগে ভাগ করুন এবং প্রত্যেক গ্রুপকে তিনটি করে ভূমিকা চিহ্নিত করতে বলুন।

৪। প্রাপ্ত ভূমিকাসমূহ শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন ও সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলাবেন।

৫। এরপর ছাত্রদের সঠিক উত্তরগুলি বলবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

ব্যবসায় শিক্ষা- শিখনে গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকাঃ

ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ-শিখনে গাঠনিক মূল্যযাচাই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হলোঃ

১। ব্যবসায় শিক্ষা একটি ব্যবহারিক বিষয় হওয়ায় শিক্ষার্থীর কোন বিষয় শিক্ষাদান প্রয়োজন তা নির্ণয়ে শিক্ষককে গাঠনিক মূল্যায়ন সহায়তা করে।

২। গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের সাহায্যে শিক্ষক তার শিক্ষণ পদ্ধতি, উপকরণ নির্বাচন ও তার ব্যবহারের ধরন পরিবর্তন ও সংযোজন করতে পারে।

৩। গঠনমূলক মূল্য যাচাই পদ্ধতি একটি শিক্ষা কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করে তোলে।

৪। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ে উপকৃত হয় ও সহজে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

পর্ব-গ. বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্য যাচাইয়ের সংজ্ঞা ও ভূমিকাসমূহ

১. বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্য যাচাই কাকে বলে? এ বিষয়ে ছাত্রদেরকে প্রশ্ন করুন ও প্রাপ্ত উত্তর সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলায়ে সঠিক উত্তরটি ছাত্রদেরকে জানাবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্য যাচাই অর্থাৎ School Based Assessment (SBA) হল শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা বছরে শিক্ষাদান কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক গঠনমূলক ও চূড়ান্ত মূল্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বছরে শুধু ১ বার বা ২ বার পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষক কর্তৃক সারা বছর শিক্ষার্থীর মেধা, মনন, আবেগ, বুদ্ধি, দক্ষতা ইত্যাদির সার্বিক মূল্যায়ন করাকে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই বা School Based Assessment (SBA) বলা হয়।

২. এরপর বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্য যাচাইয়ের ভূমিকা চিহ্নিত করার জন্য পূর্বের গ্রুপগুলিকে ৩টি করে ভূমিকা বোর্ডে লিখতে বলুন (আলাচনার সময় - ৫ মিনিট)।

৩. চিহ্নিত ভূমিকাসমূহ সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলাবেন এবং ছাত্রদের সঠিক উত্তর জানাবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই শিক্ষা কার্যক্রমকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। নিচে তা উল্লেখ করা হলোঃ

১। শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষ মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

২। এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের দূর্বলতা চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

৩। School Based Assessment (SBA) শিক্ষণ শিখনের মানোন্নয়নে সহায়তা করে।

৪। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক তার নিজের কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

৫। শিক্ষা উপকরণের কার্যকারিতা যাচাই করে উপযুক্ত উপকরণ ব্যবহার করা যায়।

৬। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্য যাচাইয়ের ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও সিলেবাসের দূর্বলতা চিহ্নিত করা যায়।

৭। শিক্ষার্থী তার দূর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে সচেতন হতে পারে।

৮। অভিভাবকগণ ও শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীর দূর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা দূর করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৯। প্রতিনিয়ত মূল্যায়ণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ভীতি দূর হয়।

১০। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, নিয়োগ, বদলী, পদায়ন, প্রমোশন ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্য যাচাইয়ের ফলাবর্তন ব্যবহার করা যায়।

পর্ব- ঘ. উপসংহার

শিক্ষক সম্পূর্ণ ক্লাশের উপর একটি সারসংক্ষেপ আলোচনা করবেন।

মূল্যায়ন

১। গাঠনিক মূল্যযাচাই কী?

২। ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ-শিখনে গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই কী ও এর ভূমিকা বর্ণনা করুন।

৪। ক্লাসে ছাত্রদের মনোযোগ ও অংশগ্রহণ কেমন ছিল?

অনুশীলন-১

নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তরগুলি লিখুন ঃ

১। গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের সংজ্ঞা লিখুন ঃ

২। গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকাসমূহ লিখুন ঃ

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

(চ)

(ছ)

(জ)

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৬**

অনুশীলন-২

১। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের সংজ্ঞা লিখুন ঃ

২। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকাসমূহ লিখুন ঃ

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে মূল্যযাচাই-এর ভূমিকা ঃ গাঠনিক ও বিদ্যালয়ভিত্তিক (SBA)

গাঠনিক মূল্যযাচাই

গাঠনিক মূল্যযাচাই হলো শিক্ষাক্ষেত্রে একটি চলমান যাচাই প্রক্রিয়া। শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে তদারকী করার জন্য গাঠনিক মূল্য যাচাই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। গাঠনিক মূল্য যাচাইয়ের কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১। Page Thomas এর মতে "যে মূল্যযাচাই ব্যবস্থায় প্রয়োগকৃত অভীক্ষার ফলাফল থেকে তথ্যের ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থাকে উন্নত করা যায় বা যা শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতা ও সর্বোচ্চ শিখন প্রতিবন্ধকতার চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম তাকে গাঠনিক মূল্য যাচাই বলে।"

২। Ruth Sutton এর মতে "গাঠনিক মূল্য যাচাই হল আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত চলমান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশুর শিখন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তার মাধ্যমে পরবর্তী ধাপের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।"

৩। Best and Kahn বলেছেন "গাঠনিক মূল্যযাচাই একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। গঠনমূলক পর্যবেক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল কোন নির্দিষ্ট শিখন কাজের কতটুকু পূর্ণ হল তার মাত্রা নিরুপণ করা এবং পূর্ণ সফল শিখন ঘটাতে কতটুকু বাকী থাকল তার সুনির্দিষ্টকরণ।"

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কোর্স চলাকালীন সময়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নকালে কার্যক্রম কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা তদারকী করাকে গাঠনিক মূল্য যাচাই বলে।

ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকাঃ

ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ-শিখনে গাঠনিক মূল্যযাচাই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হলোঃ

১। ব্যবসায় শিক্ষা একটি ব্যবহারিক বিষয় হওয়ায় শিক্ষার্থীর কোন বিষয় শিক্ষাদান প্রয়োজন তা নির্ণয়ে শিক্ষককে গাঠনিক মূল্যায়ন সহায়তা করে।

২। গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের সাহায্যে শিক্ষক তার শিক্ষণ পদ্ধতি, উপকরণ নির্বাচন ও তার ব্যবহারের ধরন পরিবর্তন ও সংযোজন করতে পারে।

৩। গঠনমূলক মূল্য যাচাই পদ্ধতি একটি শিক্ষা কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করে তোলে।

৪। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ে উপকৃত হয় ও সহজে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই (SBA)

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্য যাচাই অর্থাৎ School Based Assessment (SBA) হল শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা বছরে শিক্ষাদান কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক গঠনমূলক যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বছরে ১ শুধু বার বা ২ বার পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষক কর্তৃক সারা বছর শিক্ষার্থীর মেধা, মনন, আবেগ, বুদ্ধি, দক্ষতা ইত্যাদির সার্বিক মূল্যায়ন করাকে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই বা School Based Assessment (SBA) বলা হয়। গাঠনিক ও চূড়ান্ত মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে যে মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া পরিচালনা করে ইহাকেই বিদ্যালয় মূল্য যাচাই বলা হয়। বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্য যাচাই গাঠনিক ও চূড়ান্ত (Summative) মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। ষান্মাষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা হলো চূড়ান্ত মূল্য যাচাই পদ্ধতি।

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই শিক্ষা কার্যক্রমকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। নিচে তা উল্লেখ করা হলোঃ

১। শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষ মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

২। বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যযাচাই School Based Assessment (SBA) শিক্ষণ শিখনের মানোন্নয়নে সহায়তা করে।

৩। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক তার নিজের কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

৪। শিক্ষা উপকরণের কার্যকারিতা যাচাই করে উপযুক্ত উপকরণ ব্যবহার করা যায়।

৫। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্য যাচাইয়ের ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও সিলেবাসের দূর্বলতা চিহ্নিত করা যায়।

৬। শিক্ষার্থী তার দূর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে সচেতন হতে পারে।

৭। অভিভাবকগণ ও শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীর দূর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা দূর করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৮। প্রতিনিয়ত মূল্যায়ণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ভীতি দূর হয়।

৯। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, নিয়োগ, বদলী, পদায়ন, প্রমোশন ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্য যাচাইয়ের ফলাবর্তন ব্যবহার করা যায়।

মূল্যায়ন

১. গাঠনিক মূল্যযাচাই কী? ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২. বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই কী? ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৬**

নির্দেশিত কাজ (Directed Study)-৬

ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ- শিখনে আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, গাঠনিক ও বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই (SBA)

লক্ষ্য: শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক কর্মকান্ড যাচাইয়ের মাধ্যমে পারফরমেন্স ও সাফল্য মূল্যায়ন করা।

সংগঠন প্রক্রিয়া: ৪/৫ জন শিক্ষার্থী সমন্বয়ে শ্রেণীতে দল গঠন করতে হবে। প্রত্যেক দলের দলনেতাগণ প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী স্ব-স্ব দলের সদস্যদের সংগঠিত করবেন ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অত:পর প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দল ভিত্তিক লিখিত প্রতিবেদন জমা দিবেন।

কার্যপ্রণালী:

প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলকে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে বলবেন ঃ

১। শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের একটি গঠনমূলক সংজ্ঞা নিরূপন করতে হবে।

২. শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে হবে।

৩. প্রত্যেক দলকে বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের নির্ণায়কসমূহ সনাক্ত করতে হবে।

৪. বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের একটি আদর্শ নমুনা ছক প্রণয়ন করতে হবে।

৫. শ্রেণীকক্ষে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাইয়ের একটি প্রশ্নোত্তরিকা/অভীক্ষা পত্র/চেকলিষ্ট প্রণয়ন করতে হবে।

৬. গাঠনিক মূল্যযাচাই কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দল পরস্পর খোলা আলোচনায় মতামত ও সুপারিশ পেশ করবেন।

৭. দলনেতাগণ স্ব-স্ব দলের সদস্যগণের সাথে আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত মতামত প্রশিক্ষকের নিকট পেশ করতে হবে।

৮.এক পৃষ্ঠার রিপোর্টে সারাংশ / মতামত/ ছক/ প্রধান সুপারিশ পেশ করতে হবে।

প্রদেয় সামগ্রী:

প্রত্যেক দলনেতা ২টি করে পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন/সমস্যা ও সম্পাদিত প্রতিবেদন তৈরি করে এর মান সম্পর্কে প্রশিক্ষকের মতামত নেবেন।

ইউনিট ৭ অধিবেশন ৪৭

ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে মূল্যযাচাই কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন

ভূমিকা

ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসারের সাথে সাথে আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষাক্রমে ব্যবসা শিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। এ শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষকদের শিক্ষণ দক্ষতা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। আর দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষা বিজ্ঞানের কলাকৌশল প্রয়োগ করা যুগের চাহিদা মাত্র। এ কলাকৌশলগুলোর মধ্যে মূল্যায়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ; কেননা শিক্ষার্থীরা শিক্ষা শেষে যখন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে যোগদান করবে তখন নিয়োগ কর্তা যোগ্য প্রার্থী নিয়োগ দিতে পারবে। তাহলে আসুন আমরা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- বিভিন্ন প্রকার মূল্যযাচাই কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ ঃ

পর্ব-ক. মূল্যযাচাই পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের বক্তব্য (Mini lecture)

১. শ্রেণী শিক্ষক মূল্যযাচাইয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণার জন্য সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিবেন।

২. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করবেন।

পর্ব-খ. গাঠনিক মূল্যযাচাই পদ্ধতির বর্ণনা

১. শিক্ষার্থীদেরকে গাঠনিক মূল্যযাচাই বলতে কী বুঝায়? মর্মে প্রশ্ন করুন।

আলোচ্য বিষয় ঃ

- গঠনমূলক মূল্যযাচাইয়ের পদ্ধতিসমূহ

২. আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ৪/৫ জনকে গঠনমূলক মূল্যযাচাই পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে বলবেন।

৩. বর্ণনা শেষে সঠিক উত্তরটি উপস্থাপন করুন। প্রয়োজনে সম্ভাব্য উত্তরের সহযোগিতা নিন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের পদ্ধতিসমূহ নিরূপণঃ

(ক) শ্রেণীর কাজ
(খ) শ্রেণী পরীক্ষা
(গ) শ্রেণী কক্ষে মৌখিক প্রশ্ন
(ঘ) সাপ্তাহিক পরীক্ষা
(ঙ) মাসিক পরীক্ষা
(চ) ত্রৈমাসিক পরীক্ষা
(ছ) ষান্মাসিক পরীক্ষা
(জ) বার্ষিক পরীক্ষা
(ঝ) এ্যাসাইনমেন্ট (Assignment)
(ঞ) টার্ম পেপার
(ট) শিক্ষকের প্রতিনিয়ত ফলাবর্তন(Feedback)
(ঠ) সেমিনার
(ড) শিক্ষা সফর ইত্যাদি

পর্ব-গ. বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা

১. ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ-শিখনে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই পদ্ধতিসমূহ নিরূপণের জন্য পুরো ক্লাসকে ৪/৫টি গ্রুপে ভাগ করে প্রত্যেক গ্রুপকে আলোচনা করতে বলুন (১০ মিনিট)।

২. প্রত্যেক গ্রুপকে ৩টি করে পদ্ধতি উপস্থাপন করতে বলুন এবং তা বোর্ডে লিখুন।

৩. এরপর শিক্ষক সম্ভাব্য উত্তরের সাথে তা মিলায়ে দেখবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক উত্তরটি জানাবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই পদ্ধতি:

(ক) ক্লাশে উপস্থিতি ও শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ মূল্যায়ন

(খ) মূল্যায়ন (সাপ্তাহিক, মাসিক, অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক ও শ্রেণীভিত্তিক)

(গ) আচরণ, মূল্যবোধ ও সততা মূল্যায়ন

(ঘ) বক্তব্য উপস্থাপন (একক/দলগত আলোচনা)

(ঙ) নেতৃত্বের গুণাবলি মূল্যায়ন

(চ) নিয়মানুবর্তিতা মূল্যায়ন

(ছ) সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ

(জ) খেলাধূলার কৃতিত্ব

(ঝ) বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাশ

(ঞ) অতিরিক্ত দক্ষতা ইত্যাদি মূল্যায়ন

পর্ব-ঘ. আদর্শায়িত পারদর্শিতার মূল্যযাচাই

১. শিক্ষার্থীদেরকে আদর্শায়িত পারদর্শিতার মুল্যযাচাই পদ্ধতি সম্পর্কে জোড় আলোচনার সুযোগ দিন। - ৫ মিনিট

২. জোড় আলোচনা শেষে তাদেরকে প্রশ্ন করে পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিন।

৩. সম্ভাব্য উত্তর থেকে সঠিক উত্তর পরিবেশন করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

আদর্শায়িত পারদর্শিতার মূল্যযাচাই:

(ক) সামগ্রিকধর্মী পারদর্শিতা মূল্যায়ন যেমন) মৌলিক দক্ষতার অভীক্ষা:- মেট্রোপলিটন পারদর্শিতার অভীক্ষা, আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা, সিকোয়েন্সিয়াল টেষ্ট অবএডুকেশনাল প্রোগ্রেস– (Test of Basic Skills, Metropolitan Achievement Test, Standard Achievement Test এবং Sequential Test of Educational Progress.)

(খ) বিশ্লেষণধর্মী পারদর্শিতা মূল্যায়ন যেমন - নির্ণায়ক অভীক্ষা ও শিক্ষক নির্ণায়ক অভীক্ষা

পর্ব-ঙ. উপসংহার - ১০ মিনিট

প্রশিক্ষক উপরিউক্ত বিষয়সমূহের উপর ১০ মিনিট সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (Mini lecture) দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ বুঝতে পেরেছে কি না তা জানবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করবেন।

মূল্যায়ন

১. আজকের ক্লাস থেকে আপনি কী শিখলেন?

২. জোড় আলোচনায় সবাই অংশ নিয়েছে কিনা?

৩. প্রশিক্ষণার্থীগণ ক্লাসে মনোযোগী ছিলেন কি না?

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৭**

অনুশীলন-১

নিম্নোক্ত মূল্যযাচাই পদ্ধতিগুলির প্রত্যেকটির উল্লিখিত সংখ্যক পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ করুন:

১। গাঠনিক মূল্যযাচাই পদ্ধতি

(ক) ত্রৈমাসিক পরীক্ষা

(খ) ১ম /২য় সাময়িক পরীক্ষা

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

২। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই পদ্ধতি

(ক) ক্লাশ টেষ্ট

(খ) বাড়ির কাজ

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

৩। আদর্শায়িত পারদর্শিতার মূল্যযাচাই

(ক) ফলাফল বিশ্লেষণ

(খ) গড়/ মধ্যক নির্ণয়

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৭**

মূল শিখনীয় বিষয়

মূল্যযাচাই কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন

সনাতন পদ্ধতির মূল্যযাচাই যেমন বছরে ১ বার পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা মূল্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। আধুনিক মূল্যযাচাইয়ে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীকেই মূল্যায়ন করা হয় না। শিক্ষক, শিক্ষাক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ইত্যাদি মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। নিম্নে আধুনিক মূল্যযাচাইয়ের কিছু পদ্ধতি তুলে ধরা হলোঃ

১। গাঠনিক মূল্যযাচাই পদ্ধতি: পদ্ধতিগুলির নাম নিচে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) শ্রেণীর কাজ
(খ) শ্রেণী পরীক্ষা
(গ) শ্রেণী কক্ষে মৌখিক প্রশ্ন
(ঘ) সাপ্তাহিক পরীক্ষা
(ঙ) মাসিক পরীক্ষা
(চ) ত্রৈমাসিক পরীক্ষা
(ছ) ষান্মাসিক পরীক্ষা
(জ) বার্ষিক পরীক্ষা
(ঝ) এ্যাসাইনমেন্ট (Assignment)
(ঞ) টার্ম পেপার
(ট) শিক্ষকের প্রতিনিয়ত ফলাবর্তন (Feed Back)
(ঠ) সেমিনার
(ড) শিক্ষা সফর ইত্যাদি

২। বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যযাচাই পদ্ধতি: বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই পদ্ধতিসমূহ প্রদত্ত হলো:

(ক) ক্লাশে উপস্থিতি ও শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ মূল্যায়ন
(খ) মূল্যায়ন (সাপ্তাহিক, মাসিক, অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক ও শ্রেণীভিত্তিক)
(গ) আচরণ, মূল্যবোধ ও সততা মূল্যায়ন
(ঘ) বক্তব্য উপস্থাপন (একক/ দলগত আলোচনা)
(ঙ) নেতৃত্বের গুণাবলি মূল্যায়ন
(চ) নিয়মানুবর্তিতা মূল্যায়ন
(ছ) সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ
(জ) খেলাধুলার কৃতিত্ব
(ঝ) বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাশ

(ঞ) অতিরিক্ত দক্ষতা ইত্যাদি মূল্যায়ন

(ট) মাসিক পরীক্ষা

(ঠ) ত্রৈমাসিক পরীক্ষা

(ড) ষান্মাসিক পরীক্ষা

৩। আদর্শায়িত পারদর্শিতার মূল্যযাচাই

(ক) সামগ্রিক ধর্মী পারদর্শিতা মূল্যায়ন যেমন: মৌলিক দক্ষতার অভীক্ষা:- মেট্রোপলিটন পারদর্শিতার অভীক্ষা, আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা, সিকোয়েন্সিয়াল টেষ্ট অব এডুকেশনাল প্রোগ্রেস-(Test of Basic Skills, Metropolitan Achievement Test, Standard Achievement Test এবং Sequential Test of Educational Progress.)

(খ) বিশ্লেষণ ধর্মী পারদর্শিতা মূল্যায়ন যেমন- নির্ণায়ক অভীক্ষা ও শিক্ষক নির্ণায়ক অভীক্ষা

উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে মূল্যযাচাই করা হয় যা ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এভাবে মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে একটি আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যা শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার কাংঙ্খিত মানে উন্নীত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

মূল্যায়ন

১. আধুনিক মূল্যযাচাই কার্যক্রমসমূহের বর্ণনা দিন।

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৮**

ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে ব্যক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা প্রকাশক প্রশ্ন

ভূমিকা

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় শিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্নমালা ব্যবহার করা খুব পয়োজন। কারণ এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনকারী ব্যক্তি প্রায়ই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে একটি পদে চাকুরী করেন বা নিজে ব্যবসা করেন। যে কারণে প্রচুর আন্ত:যোগাযোগ, বহি:যোগাযোগ কার্যসম্পাদন করতে হয়। এ সকল দক্ষতা অর্জনে ব্যক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্নমালার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

১. শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক দক্ষতা মূল্যায়ন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

২. শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যায়ন দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক. শিক্ষকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (Mini lecture)

১। শ্রেণী শিক্ষক ব্যক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা প্রকাশের মূল্যযাচাই সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের **প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিবেন।**

২। প্রয়োজনে উদাহরণ ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়টি সুস্পষ্ট করবেন।

পর্ব-খ. শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক দক্ষতা মূল্যায়ন পদ্ধতি

১. শিক্ষার্থীদের একে অপরের সাথে আলোচনার সুযোগ দিন (Peer Discussion) - ১০ মিনিট।

আলোচ্য বিষয়ঃ

- শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক দক্ষতা মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলি কী? এবং কী কী প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানা যায়?

২. আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ৩/৪ জনকে ব্যক্তিক দক্ষতা মূল্যায়নের পদ্ধতি ও প্রশ্ন জেনে নিবেন।

৩. বর্ণনা শেষে সঠিক উত্তরটি উপস্থাপন করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়। ব্যক্তিক দক্ষতা মূল্যায়ন বলতে শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয়ের বাইরে যে মূল্যায়ন করা হয়। পাঠ্য বিষয়ের বাইরে ব্যক্তিক দক্ষতা মূল্যায়নসমূহ হলোঃ

(ক) ক্লাসে উপস্থিতি
(খ) অংশগ্রহণ
(গ) বিবেচনা/সচেতনতা
(ঘ) গভীর মনোযোগ
(ঙ) সৃজনশীলতা
(চ) উদ্যোগ
(ছ) অধ্যাবসায়
(জ) কাজে নিরাপত্তা (নিরাপদে কাজ করা)

(ঝ) মানসিক সততা

ব্যক্তিক দক্ষতা মূলতঃ ব্যক্তির গুণাবলির সাথে সম্পর্কিত। ব্যবসায় শিক্ষাক্রম ব্যক্তিক গুণাবলির বিকাশকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। উপরিউক্ত ব্যক্তিক দক্ষতাসমূহ জানার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে উত্তর জেনে নেয়া এবং সেমতে লিখে রাখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক গুণাবলি সম্পর্কে মূল্যায়ন করা যায়।

পর্ব-গ. শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা প্রকাশক পদ্ধতি ও প্রশ্ন

১. শিক্ষার্থীর বুদ্ধিক দক্ষতা প্রকাশক পদ্ধতি ও প্রশ্ন চিহ্নিত করার জন্য পুরো ক্লাসকে ৪/৫ টি গ্রুপে ভাগ করে প্রত্যেক গ্রুপকে পর্যালোচনা করতে বলুন (১০ মিনিট)।

২. শিক্ষক প্রত্যেক গ্রুপকে সংক্ষিপ্ত আকারে বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার পদ্ধতি ও প্রশ্ন উপস্থাপন করতে বলুন।

৩. এরপর শিক্ষক সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিল আছে কি না তা দেখবেন ও শিক্ষার্থীদের জানাবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞান সম্পর্কীয় ক্ষেত্র চিন্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই একে বুদ্ধিগম্য ক্ষেত্রও বলা হয়। যেসব শিখন উদ্দেশ্য জ্ঞান সম্পর্কীয় ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত সেগুলো জ্ঞানের স্মরণ বা সনাক্তকরণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ ও দক্ষতার বিকাশকে বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যযাচাই বলে। বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোন ঘটনা, পরিভাষা বা পদ সম্পর্কিত, কোন নীতি, গতি বা ধারাবাহিক পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান বা কোন তত্ত্ব বা কাঠামোর নীতি সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন -

শিখন ফলঃ ব্যবসায়ের অর্থ সংস্থানের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে বলতে পারবেন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ ব্যবসায়ের অর্থ সংস্থানের বিভিন্ন উৎসের বর্ণনা দিন।

পর্ব-ঘ. উপসংহার

শিক্ষক উপরিউক্ত বিষয়সমূহের উপর ১০ মিনিট বক্তব্য (Mini lecture) দিবেন এবং শিক্ষার্থীগণ বুঝতে পেরেছে কি না তা প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানবেন।

মূল্যায়ন

১. আজকের ক্লাস থেকে আপনি কী শিখলেন?

২. সতীর্থ আলোচনায় সবাই অংশ নিয়েছে কিনা?

৩. দলীয় আলোচনায় সবাই অংশ নিয়েছে কিনা?

৪. শিক্ষার্থীগণ ক্লাসে মনোযোগী ছিলেন কিনা?

অনুশীলন-১

নিম্নোক্ত ছকে ব্যক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা প্রকাশক পদ্ধতি ও প্রশ্নসমূহ লিখুন ঃ

ব্যক্তিক দক্ষতা			**বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা**		
	পদ্ধতি	প্রশ্ন		পদ্ধতি	প্রশ্ন
১।	গল্প বলা	বাঘ ও বকের গল্পটি বল	১।	উপস্থিত বুদ্ধি	আগুনে হাতে পুড়ে গেলে কি করবে
২।			২।		
৩।			৩।		
৪।			৪।		
৫।			৫।		

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৮**

মূল শিখনীয় বিষয়

ব্যক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা প্রকাশক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও লেখা

মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়। শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয়ের বাইরে ব্যক্তিক দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়। পাঠ্য বিষয়ের বাইরে ব্যক্তিক মূল্যায়নসমূহ হলোঃ

(ক) ক্লাসে উপস্থিতি

(খ) অংশগ্রহণ

(গ) বিবেচনা/সচেতনতা

(ঘ) গভীর মনোযোগ

(ঙ) সৃজনশীলতা

(চ) উদ্যোগ

(ছ) অধ্যবসায়

(জ) কাজে নিরাপত্তা (নিরাপদে কাজ করা)

(ঝ) মানসিক সততা

ব্যক্তিক দক্ষতা মূলতঃ ব্যক্তির গুণাবলির সাথে সম্পর্কিত। ব্যবসায় শিক্ষাক্রম ব্যক্তিক গুণাবলির বিকাশকে অত্যন্ত গুরুত্বর সাথে বিবেচনা করে। উপরিউক্ত ব্যক্তিক দক্ষতাসমূহ জানার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে উত্তর জেনে নেয়া এবং সেমতে লিখে রাখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক গুণাবলি সম্পর্কে মূল্যায়ন করা যায়।

বুদ্ধিগত মূল্যযাচাই

বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞান সম্পর্কিত ক্ষেত্র চিন্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই একে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রও বলা হয়। যেসব শিখন উদ্দেশ্য জ্ঞানগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত সেগুলো জ্ঞানের স্মরণ বা সনাক্তকরণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ ও দক্ষতার বিকাশকে বুদ্ধিগত মূল্যযাচাই বলে। বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা

মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোন ঘটনা, পরিভাষা বা পদ সম্পর্কিত, কোন নীতি, গতি বা ধারাবাহিক পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান বা কোন তত্ত্ব বা কাঠামোর নীতি সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন -

শিখন ফলঃ ব্যবসায়ের অর্থ সংস্থানের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে বলতে পারবেন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ ব্যবসায়ের অর্থ সংস্থানের বিভিন্ন উৎসের বর্ণনা দিন।

মূল্যায়ন

১. ব্যক্তিক ও বৃদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা বিষয়ক মূল্যায়ন পদ্ধতির বর্ণনা দিন ও প্রশ্নের ধরন লিপিবদ্ধ করুন।

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৮**

নির্দেশিত কাজ-৭

ব্যবসা শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে মূল্যযাচাই কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন, ব্যক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা প্রকাশক প্রশ্ন প্রণয়ন

লক্ষ্য: শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন করা এবং ব্যক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা প্রকাশক প্রশ্ন প্রণয়নের মাধ্যমে বিষয়গত ধারণা প্রদান করে শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলা।

সংগঠন প্রক্রিয়া: ৪/৫ জন শিক্ষার্থী সমন্বয়ে শ্রেণীতে দল গঠন করতে হবে। প্রত্যেক দলের দলনেতাগণ প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী স্ব-স্ব দলের সদস্যদের সংগঠিত করবেন ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অত:পর প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দল ভিত্তিক লিখিত প্রতিবেদন জমা দিবেন।

কার্যপ্রণালী:

প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলকে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে বলবেন:

১। প্রত্যেক দলের সদস্যগণকে বিভিন্ন প্রকার শিখন মূল্যাযাচাইয়ের সংজ্ঞা ও ধারণা সম্পর্কে ঐক্যমতে আসতে হবে।

২। আদর্শায়িত পারদর্শিতার মূল্যযাচাইয়ের জন্য প্রত্যেক দল একটি করে অভীক্ষা পত্র প্রণয়ন করবে।

৩। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক ও বুদ্ধিগত দক্ষতা মূল্যায়ন পদ্ধতির একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তরিকা/চেকলিষ্ট/ ছক প্রণয়ন করতে হবে।

৪। ব্যক্তিক দক্ষতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার মূল্যায়ন ছক ৫জন অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন দলের সাথে খোলা আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৫। বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্য যাচাই (SBA) পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যযাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নির্ণায়ক/বৈশিষ্ট গুলো সনাক্ত ও চিহ্নিত করতে হবে।

৬। প্রত্যেক দলের সদস্য ও দলনেতাদের মুক্ত আলোচনা ও মত বিনিময়ের জন্য ইতিবাচক সম্মতি থাকতে হবে।]

৭। এক পৃষ্ঠার রিপোর্টে সারাংশ / মতামত/ ছক/ প্রধান সুপারিশ প্রশিক্ষকের নিকট পেশ করতে হবে।

প্রদেয় সামগ্রীঃ

প্রত্যেক দলনেতা ২টি করে পূর্নাঙ্গ প্রশ্ন/সমস্যা ও সম্পাদিত প্রতিবেদন প্রশিক্ষকের নিকট জমা দেবেন।

জমাদানের তারিখঃ পরবর্তী ৫ কার্য দিবসে।

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৯**

প্রবণতা ও মূল্যবোধের পরিচায়ক ও প্রকাশক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও লেখা

ভূমিকা

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া, যোগাযোগ এবং সাংগঠনিক বিষয়াদি সম্পাদনের উপর জোর দেওয়া হয়। সেজন্য এ বিষয় শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রবণতা ও মূল্যাবোধের পরিচায়ক ও প্রকাশক প্রশ্ন শিক্ষার্থী মূল্যায়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এবার আসুন, এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিই।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- প্রবণতার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মূল্যবোধের সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক. ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে প্রবণতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (Mini lecture)

১. শ্রেণী শিক্ষক ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে প্রবণতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সূচনা বক্তব্য রাখবেন ও হ্যান্ড আউট বিতরণ করবেন।

২. পরে প্রশিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করবেন।

পর্ব- খ. প্রবণতার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও কারণ সম্পর্কে বর্ণনা

১। শিক্ষার্থীদের একে অপরের সাথে আলোচনার সুযোগ দিন (Peer Discussion) - ১০ মিনিট।

আলোচ্য বিষয়ঃ

২। প্রবণতার সংজ্ঞা নিরূপণ

৩। আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ৩/৪ জনকে ব্যবসায় প্রবণতার সংজ্ঞা উপস্থাপন করতে বলবেন।

৪। বর্ণনা শেষে সঠিক উত্তরটি উপস্থাপন করুন।

৫। প্রবণতার বৈশিষ্ট্য ও কারণ চিহ্নিত করার জন্য ক্লাশটিকে ৪/৫টি গ্রুপে ভাগ করুন এবং দলীয় আলোচনার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।

৬। দলীয় আলোচনা শেষে প্রত্যেক গ্রুপকে প্রবণতার বৈশিষ্ট্য ও কারণ বোর্ডে লিখতে বলুন।

৭। সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলায়ে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

প্রবণতা হলো কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির ঝোঁক, মনোযোগ বা আগ্রহ। এটি একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তির চেতনার ক্ষেত্রটিকে সংকুচিত করে কোন একটি বিষয়ের প্রতি মনকে নিবিষ্ট করে। প্রবণতা মানুষকে একটি বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে যেতে বাধ্য করে।

প্রবণতা যেহেতু একটি মানসিক প্রক্রিয়া সেহেতু এর কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, উদ্দীপক, ইচ্ছা, পরিবর্তনশীলতা, সংকীর্ণতা, স্পষ্টতা, অনুসন্ধান, স্মৃতিশক্তি বর্ধন, সম্বন্ধ স্থাপন, মানসিক তৎপরতা ইত্যাদি।

প্রবণতার কিছু কারণও পরিলক্ষিত হয় যেমন আবেগ, অনুরাগ বা আগ্রহ, কামনা, অভিজ্ঞতা, অভ্যাস, মানসিক প্রবণতা, সহজাত প্রভৃতি। প্ররোক্ষ ও দৈহিক ও মানসিক সুস্থ্যতা, উদ্দীপনের তীব্রতা, গতিশীলতা, বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি। প্রবণতার বৈশিষ্ট্য ও কারণগুলো বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষার্থীর কোন বিষয়ের প্রতি প্রবণতা কেমন তা নিরূপণ করার জন্য নির্ধারিত প্রবণতা প্রকাশক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তার উত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করে শিক্ষার্থীর প্রবণতা মূল্যায়ন করা যায়।

পর্ব-গ. মূল্যবোধের সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা

১। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যবোধের সংজ্ঞা বলতে বলবেন।

২। প্রাপ্ত সংজ্ঞা সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলায়ে সঠিক সংজ্ঞাটি শিক্ষার্থীদেরকে জানাবেন।

৩। পুরা ক্লাশটিকে ৪/৫টি গ্রুপে ভাগ করে প্রত্যেক গ্রুপকে মূল্যবোধ-এর গুরুত্ব ও প্রকারভেদ নিরূপণ করতে বলবেন।

৪। চিহ্নিত গুরুত্ব ও প্রকারভেদ প্রত্যেকটি গ্রুপকে উপস্থাপন করতে বলবেন।

৫। সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলায়ে সঠিক উত্তরটি জানাবেন।

সম্ভাব্য উত্তর ঃ

মূল্যবোধ ঃ

মূল্যবোধ হলো একটি আদর্শ বা মাপকাঠি যা মানুষের প্রয়োজন, দৃষ্টিভঙ্গী, আচরণ, নৈতিকতা, মানুষের ভাল, মন্দ ও প্রাসঙ্গিক যৌক্তিকতা যাচাই করে।

F.E Merill এর মতে - "সামাজিক মূল্যবোধ হলো মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং বিশ্বাসের এমন একটি ধরণ যেগুলো দলীয় কল্যাণের জন্য সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মানুষ মনে করে।

সমাজকর্ম অভিধান মতে "মূল্যবোধ হল সেসব প্রথা, আচরণগত মান ও নীতিমালা যেগুলো কোন সাংস্কৃতিক লোক, শ্রেণী বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যাশিত বলে বিবেচিত হয়।

শিক্ষায় মূল্যবোধের গুরুত্ব ঃ

শিক্ষার সাথে মূল্যবোধ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সাধন করা। আর শিক্ষার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তির মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় এবং ভাল মন্দ বিচার করতে শিখায় আর এই ভাল মন্দ বিচারবোধ মূলত মূল্যবোধ থেকেই ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি হয়। আমাদের কোমলমতি শিশুরা, তরুণরা যাতে সুষ্ঠুভাবে বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তার জন্য মূল্যবোধ শিক্ষা অপরিহার্য। ধর্ম বিশ্বাস, নৈতিকতা, জীবন দর্শন, রাজনৈতিক আদর্শ অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতি যেসব বিষয় ধারণ করে থাকে সে সবই আমাদের মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত।

মূল্যবোধ মূলত: তিন প্রকার:

(ক) স্বকীয় অনুভবসিদ্ধ বা বস্তুগত মূল্যবোধ: ব্যক্তি যখন তার নিজের অনুভূতি দিয়ে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করে তখন তাকে স্বকীয় মূল্যবোধ বলে। যেমন সদা সত্য করা বলা ভাল।

(খ) অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধ: যখন কোন ব্যক্তির নিজস্ব গুণের জন্যই তার মূল্য নিরূপণ করা হয় তখন তাকে অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধ বলে।

(গ) প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধ: যখন কোন প্রসঙ্গ বা বিষয়কে কেন্দ্র করে মূল্যবোধ কথাটি ব্যবহার করা হয় তাকে প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধ বলে। যেমন ধর্মীয় মূল্যবোধ।

পর্ব-ঘ. উপসংহার

প্রশিক্ষক উপরিউক্ত বিষয়সমূহের উপর ১০ মিনিট বক্তব্য (Mini lecture) রাখবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ বুঝতে পেরেছে কি না তা জানবেন।

মূল্যায়ন

১. আজকের ক্লাস থেকে আপনি কী শিখলেন?

২. জোড় আলোচনায় সবাই অংশ নিয়েছে কিনা?

৩. দলীয় আলোচনায় সবাই অংশ নিয়েছে কিনা?

৪. শিক্ষার্থীগণ ক্লাসে মনোযোগী ছিলেন কিনা?

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৯**

অনুশীলন

প্রবণতা ও মূল্যবোধ প্রকাশক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রশ্ন তৈরি করুন:

প্রবণতাঃ

১। খেলাধূলা, চিত্রকলা, কাব্য চর্চা

২।

৩।

৪।

৫।

মূল্যবোধঃ

১। আত্ম-সম্মানবোধ, পরোপকারিতা

২।

৩।

৪।

৫।

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৪৯**

মূল শিখনীয় বিষয়

ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে প্রবণতা ও মূল্যবোধ প্রকাশক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও লেখা

প্রবণতা ঃ

প্রবণতা হলো কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির ঝোক, মনোযোগ বা আগ্রহ। এটি একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তির চেতনার ক্ষেত্রটিকে সংকুচিত করে কোন একটি বিষয়ের প্রতি মনকে নিবিষ্ট করে। প্রবণতা মানুষকে একটি বিষয়ের প্রতি ঝুকে যেতে বাধ্য করে।

প্রবণতা যেহেতু একটি মানসিক প্রক্রিয়া সেহেতু এর কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, উদ্দীপক, ইচ্ছা, পরিবর্তনশীলতা, সংকীর্ণতা, স্পষ্টতা, অনুসন্ধান, স্মৃতিশক্তি বর্ধন, সম্বন্ধ স্থাপন, মানসিক তৎপরতা ইত্যাদি।

প্রবণতার কিছু কারণও পরিলক্ষিত হয় যেমন আবেগ, অনুরাগ বা আগ্রহ, কামনা, অভিজ্ঞতা, অভ্যাস, মানসিক প্রবণতা, সহজাত প্রভৃতি। প্ররোক্ষ ও দৈহিক ও মানসিক সুস্থ্যতা, উদ্দীপনের তীব্রতা, গতিশীলতা, বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি। প্রবণতার বৈশিষ্ট্য ও কারণগুলো বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষার্থীর কোন বিষয়ের প্রতি প্রবণতা কেমন তা নিরূপণ করার জন্য নির্ধারিত প্রবণতা প্রকাশক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তার উত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করে শিক্ষার্থীর প্রবণতা মূল্যায়ন করা যায়।

মূল্যবোধ ঃ

মূল্যবোধ হলো একটি আদর্শ বা মাপকাঠি যা মানুষের প্রয়োজন, দৃষ্টিভঙ্গী, আচরণ, নৈতিকতা, মানুষের ভাল, মন্দ ও প্রাসঙ্গিক যৌক্তিকতা যাচাই করে।

F.E Merill এর মতে - সামাজিক মূল্যবোধ হলো মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং বিশ্বাসের এমন একটি ধরণ যেগুলো দলীয় কল্যাণের জন্য সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মানুষ মনে করে। সমাজ কর্ম অভিধান মতে- মূল্যবোধ হলো সেসব প্রথা, আচরণগত মান ও নীতিমালা যেগুলো কোন সাংস্কৃতিক লোক শ্রেণী বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যাশিত বলে বিবেচিত হয়।

শিক্ষায় মূল্যবোধের গুরুত্ব ঃ

শিক্ষার সাথে মূল্যবোধ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সাধন করা। আর শিক্ষার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তির মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় এবং ভাল খন্ড বিচার করতে শিখায় আর এই ভাল মন্দ বিচারবোধ মূলত মূল্যবোধ থেকেই ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি হয়। আমাদের কোমলমতি শিশুরা, তরুণরা যাতে সুষ্ঠুভাবে বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তার জন্য মূল্যবোধ শিক্ষা অপরিহার্য। ধর্ম বিশ্বাস, নৈতিকতা, জীবন দর্শন, রাজনৈতিক আদর্শ অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতি যেসব বিষয় ধারণ করে থাকে সে সবই আমাদের মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত।

মূল্যবোধ মূলতঃ তিন প্রকার ঃ

(ক) স্বকীয় অনুভবসিদ্ধ বা বস্তুগত মনোভা: ব্যক্তি যখন তার নিজের অনুভূতি দিয়ে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করে তখন তাকে স্বকীয় মূল্যবোধ বলে যেমন সদা সত্য করা বলা ভাল।

(খ) অভ্যন্তরীণ যা উপকরণ মূল্যবোধ: যখন কোন বাস্তব নিজস্ব গুণের জন্যই তার মূল্য বিস্তার করা হয় তখন তাকে অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধ বলে।

(গ) প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধ: যখন কোন প্রসঙ্গ বা বিষয়কে কেন্দ্র করে মূল্যবোধ কথাটি ব্যবহার করা হয় যেমন ধর্মীয় মূল্যবোধ।

ব্যক্তির মূল্যবোধ তার আচরণিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। মূল্যবোধ মূল্যায়নের জন্য ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টির বিকাশের মাধ্যমেই অনুধাবন করতে হবে। উপরিউক্ত প্রকারভেদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ যাচাইয়ের জন্য বিষয় নির্ধারণ করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা যায়।

মূল্যায়ন

১. প্রবণতার সংজ্ঞা দিন। এর বৈশিষ্ট্য ও কারণ বর্ণনা করুন।

২. মূল্যবোধ কী? মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৫০**

সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

ভূমিকা

বর্তমান যুগে শিক্ষা বিজ্ঞানের সবচেয়ে আলোচিত তত্ত্ব হল constructivism। এ তত্ত্বের আওতায় শিখনের দায়িত্বভার শিক্ষার্থীর উপর ন্যস্ত থাকে। শিক্ষকের মূল ভূমিকা থাকে শুধু facilitator হিসেবে। কোন ধারণার উপর আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের দ্বারা দল গঠন করা হয়। সতীর্থ শিক্ষার্থীরা উক্ত ধারণার উপর আলোচনা করে সস্যা সমাধানের চেষ্টা করে এবং শিক্ষক দলীয় কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহায়তা করেন। পরে শিক্ষক দলীয় কাজের মূল্যায়ন করেন। আসুন বর্তমানের এ স্বীকৃত পদ্ধতিটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- একজন শিক্ষার্থী কর্তৃক সতীর্থ পর্যালোচনা-কে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- মূল্যযাচাই সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারণার উন্নয়ন করতে পারবেন।
- শিক্ষায় সতীর্থদের জন্য মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা সনাক্ত করতে পারবেন।
- মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারণার বর্ণনা করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক. সতীর্থ পর্যালোচনা-এর সংজ্ঞা

১। সমবেত অংশগ্রহণকারীগণকে মূল প্রশ্নের আলোকে পাঁচ মিনিট চিন্তা করতে বলা হবে।

২। ২/১ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশ্নের মতামত দেয়ার সুযোগ দেয়া হবে।

৩। প্রশিক্ষক মূল প্রশ্নের আলোকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

এটি একটি অংশীদারিত্বমূলক প্রক্রিয়া। এতে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর নিকট সহজ হয়। শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তু আয়ত্ব করতে পারে ও তা সহজে উপলব্ধি করতে পারে।

পর্ব-খ. মূল্যযাচাই-এর ধারণা

১। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী মূল্যযাচাই-এর ধারণা সম্পর্কে যা বোঝেন, সংক্ষেপে বলবেন।

২। অংশগ্রহণকারীগণ মূল প্রশ্নের উত্তর খাতায় লেখার চেষ্টা করবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

মূল্যযাচাই হল শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা ও কৃতকার্যতা নির্ণয়ের গুণগত ও সংখ্যাগত প্রক্রিয়া।

পর্ব-গ. মূল্যযাচাই-এর প্রয়োজনীয়তা

১। প্রশিক্ষক পাঁচটি দলে কাজ করার জন্য অংশগ্রহণকারীগণকে বলবেন এবং সিদ্ধান্ত নিবেন কেন মূল্যযাচাই সতীর্থদের জন্য প্রয়োজন।

২। অংশগ্রহণকারীগণ দলীয়ভাবে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করবেন এবং খাতায় বিষয়গুলো লিখে নিবেন।

৩। সম্মিলিত অধিবেশনে অন্যান্য দলের পরামর্শ সংশ্লেষণ করে মতবিনিময় করবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

- মূল্যযাচাই থেকে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন কীভাবে তারা তাদের প্রত্যাশিত ফল অর্জন করেছে এবং সতীর্থদের তুলনায় তাদের অর্জন কতটুকু?
- তাদেরকে শিখন প্রক্রিয়ায় আত্মপ্রতিফলনে ফলাবর্তন (feedback) দিতে পারে।
- শিখনে কোন ক্ষেত্রে তারা ভাল করেছেন (যেমন, যেখানে তাদের চিন্তা শক্তি উত্তম) এবং কোথায় অগ্রগতি প্রয়োজন (যেমন- কোথায় তাদের সমস্যা আছে?)

পর্ব-ঘ. মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ সম্পর্কে ধারণা

অভীক্ষা প্রণয়ন ও উন্নয়নে তারা সাধারণত কী নীতি অনুসরণ করেন তার একটি তালিকা তৈরি করবেন।

১। প্রশিক্ষক পাঠসামগ্রী হিসেবে মূল শিক্ষণীয় বিষয় শীটটি সরবরাহ করবেন এবং অংশগ্রহণকারীগণের পাঠের জন্য বলবেন এবং একই সাথে ৯ এ প্রাপ্ত নিজেদের তালিকা শুদ্ধ করতে বলবেন।

২। একটি সম্মিলিত অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের এবং অন্য দলের মূলনীতিগুলো উন্নতি করে তাদের ধারণা ভাগাভাগি করবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

১। উত্তম মানের শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ তৈরি করুন। শিক্ষার উদ্দেশ্যের আলোকে যৌক্তিক বিচারের সমন্বয়ে মূল্যযাচাই করা হয়।

২। একটি মূল্যযাচাই পরিকল্পনা তৈরি করুন। এটি নিশ্চিত করতে হবে যে,

(ক) ব্যবহৃত উপকরণ গুরুত্বানুসারে প্রতিটি লক্ষ্য যেন অর্জন করতে পারে।

(খ) সঠিক উপকরণ ব্যবহার হয়।

৩। একটি মানানসই মূল্যযাচাই কৌশল নির্ধারণ করা।

মূল্যায়ন

১। সতীর্থদের পর্যালোচনা-এর সংজ্ঞা লিখুন।

২। মূল্যযাচাই সম্পর্কে ধারণা দিন।

৩। সতীর্থদের জন্য মূল্যযাচাই-এর প্রয়োজন কেন?

৪। মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ সম্পর্কে ধারণা দিন।

অনুশীলন

সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

সংক্ষেপে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ পরিকল্পনা তৈরি করতে আপনার লক্ষ্যগুলো তালিকাভুক্ত করুন এবং লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য যে কর্মপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা নোট করুন এবং সমগ্র মূল্যযাচাই হবে প্রতিটি ফলাফলের সমষ্টি।

মূল্যযাচাই পরিকল্পনা

লক্ষ্য	আইটেমের প্রকার	আইটেমের সংখ্যা অথবা পরীক্ষাকরণ
১। নেতৃত্ব	গণতান্ত্রিক গুণাবলি	প্রভাবিতকরণ, দায়িত্ব বন্টন
২।		
৩।		
৪।		

লক্ষ্য	আইটেমের প্রকার	আইটেমের সংখ্যা অথবা পরীক্ষাকরণ
৫।		

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৫০**

মূল শিখনীয় বিষয়

সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

মূল্যযাচাই শব্দটি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি বহুল পরিচিত শব্দ। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কতটুকু শিখন অগ্রগতি হয়েছে এবং আর কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রগতি বা উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে সেটি মূল্যযাচাই-এর মাধ্যমে সহজে অনুধাবন করা যায়। কেবল শিখন অগ্রগতি নয়, আচরণের অন্যান্য পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে ও মূল্যযাচাই-এর প্রয়োজন হয়।

মূল্যযাচাই হল একটি ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের বিশেষ উদ্দেশ্য বা শিখন ফল কতটুকু অর্জিত হয়েছে, প্রদত্ত শিখন অভিজ্ঞতা কতটা ফলপ্রসু হয়েছে এবং সর্বোপরি শিক্ষাক্রমের সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে কিনা তা যাচাই বা পরিমাপ করে দেখা হয়। মূল্যযাচাইয়ের সংগে শিখন উদ্দেশ্য বা শিখন ফলের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শিখন উদ্দেশ্যকে মূল্যযাচাইয়ের নির্ণায়ক বা মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এজন্য শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা বা কৃতিত্ব যাচাইয়ের পূর্বশর্ত হল, শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠদানের পূর্বেই পাঠের উদ্দেশ্য বা শিখন ফল সুস্পষ্টরূপে সনাক্ত করবেন।

মূল্যযাচাই শিখনে বাধা হিসেবে কাজ করে না বরং শিক্ষার্থরা কী অর্জন করতে পেরেছে আর কী অর্জন করতে পারেনি তা চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এটি শিক্ষার্থীদেরকে শিখন প্রক্রিয়ায় আত্মপ্রতিফলনে ফলাবর্তন দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের শিখনে এবং শিক্ষকের শিক্ষাদানে যেসব ঘাটতি থাকে তা চিহ্নিত করে পাঠদান কার্যক্রম সহজে উন্নত করা সম্ভব হয়।

মূল্যযাচাইয়ের কিছু নীতিমালা রয়েছে যা বিশেষভাবে অনুসৃত হলে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ-এর উদ্দেশ্য সহজে অর্জন করা সম্ভব হবে ঃ

(ক) শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখনফল, শিখন অভিজ্ঞতা ইত্যাদি মূল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রে ভালভাবে বিবেচনা করতে হবে।

(খ) কী যাচাই করা হবে তা মূল্যযাচাইয়ের শুরুতেই সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

(গ) নির্ধারিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত মূল্যযাচাই কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

(ঘ) সার্বিক মূল্যযাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন ধরণের মূল্যযাচাই কৌশল ব্যবহৃত হতে হবে। অর্থাৎ কেবল পরীক্ষা নিয়ে বা পর্যবেক্ষণ করে নয়, অন্যান্য ধরণের আধুনিক কৌশল ও ব্যবহার করতে হবে।

(ঙ) মূল্যযাচাই কৌশলগুলোর সবল ও দূর্বল দিক সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। দুর্বল দিকগুলো যতদূর সম্ভব পরিহার করতে হবে।

(চ) মূল্যযাচাইকে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।

শিক্ষার্থীদের যে সকল দিক সম্পর্কে মূল্যচাযাই করা প্রয়োজন তা হল-

- বিভিন্ন বিষয়ের শিখন অগ্রগতি
- বিভিন্ন আচরণিক দক্ষতা
- দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
- শারীরিক বিকাশ
- মানসিক বিকাশ
- সামাজিক বিকাশ ইত্যাদি।

সতীর্থ পর্যালোচনায় শিক্ষক প্রথমতঃ পাঠের অংশ বিশেষ সম্পর্কে ধারণা প্রদানসহ ব্যাখ্যা করবেন। পরবর্তীতে সে বিষয়ে মতামত রাখার বা পর্যালোচনা করার জন্য কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে থেকে প্রতি দল থেকে একজন করে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাপূর্বক উপস্থাপন করবেন। শিক্ষক সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন এবং খেয়াল রাখবেন যেন সকলে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা কাজ সমাপ্ত করেন।

মূল্যায়ন

১. সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণের বর্ণনা দিন।

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৫০**

নির্দেশিত কাজ (Directed Study)-৮

ব্যবসা শিক্ষা শিক্ষণ শিখনে প্রবণতা ও মূল্যবোধের পরিচায়ক প্রশ্ন প্রণয়ন ও সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

লক্ষ্য: ব্যবসা শিক্ষা বিষয়টি শিক্ষণে শিক্ষার্থীর প্রবণতা, মূল্যবোধের পরিচায়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও লিখন সংক্রান্ত বিষয়াদি সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যাযাচাই ও পরীক্ষা করা।

সংগঠন প্রক্রিয়া: ৪/৫ জন শিক্ষার্থী সমন্বয়ে শ্রেণীতে দল গঠন করতে হবে। প্রত্যেক দলের দলনেতাগণ প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী স্ব-স্ব দলের সদস্যদের সংগঠিত করবেন ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অত:পর প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দল ভিত্তিক লিখিত প্রতিবেদন জমা দিবেন।

কার্যপ্রণালী:

প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলকে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে বলবেন ঃ

১। প্রত্যেক দল শিক্ষার্থীর প্রবণতার ধারণা, সংজ্ঞা ও এর বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করবেন।

২। মূল্যবোধের ধারণা ও সংজ্ঞা নিরূপণ করে এর প্রকারভেদ সমূহ তালিকাবদ্ধ করবেন।

৩। বিভিন্ন ধরনের মূল্যযাচাই ও এদের প্রক্রিয়া সমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন করবেন।

৪। প্রবণতা ও মূল্যবোধ প্রকাশক একটি অভীক্ষা পত্র প্রণয়ন করতে হবে।

৫। মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণের জন্য প্রশ্নোত্তরিকা/চেকলিষ্ট তৈরি করবেন।

৬। বিভিন্ন দলের সদস্য ও দলনেতাদের উন্মুক্ত আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত/অভীক্ষা পত্র/প্রশ্নোত্তরিকা/চেকলিষ্ট চূড়ান্ত করবেন।

৭। প্রত্যেক দলের সদস্য ও দলনেতাদের মুক্ত আলোচনা ও মত বিনিময়ের জন্য ইতিবাচক সম্মতি থাকতে হবে।]

৮। এক পৃষ্ঠার রিপোর্টে সারাংশ / মতামত/ ছক/ প্রধান সুপারিশ পেশ করতে হবে।

প্রদেয় সামগ্রী:

প্রত্যেক দলনেতা ২টি করে পূর্নাঙ্গ প্রশ্ন/সমস্যা ও সম্পাদিত প্রতিবেদন তৈরি করে প্রশিক্ষকের মতামত সংগ্রহ করুন।

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৫১**

অনুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

ভূমিকা

বিষয়বস্তু বিবরণ অবশ্যই কাঠিন্যের স্তরের ভিত্তিতে করা উচিত। অর্থাৎ সবচেয়ে সহজ ধারণা থেকে ধীরে ধীরে কঠিন ধারণা উপস্থাপন করার উপর জোর দেওয়া হয়। এতে শিক্ষার্থী শিখে দ্রুত এবং স্থায়িত্বকাল হয় অনেক বেশি। এ ধরণের শিক্ষাই হল অনুশিক্ষণ। মা যেমন তাঁর সন্তানকে যা শিখান এটা করো না; ওটা করো না - এভাবে। মা কখনই সবকিছু এক সাথে বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর সন্তানকে শিখায় না। এ অনুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অন্য শিক্ষা পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। এবার আসুন মুল্যায়ন সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জেনে নিই।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- শিক্ষার্থীরা অনুশিক্ষণ - কে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- অনুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই পদ্ধতি প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- অনুশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা সনাক্ত করতে পারবেন।
- অনুশিক্ষণের দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক. অনুশিক্ষণ

১. সমবেত অংশগ্রহণকারীগণকে মূল প্রশ্নের আলোকে চিন্তা করতে বলা হবে।

২. ২/১ জন অংশগ্রহণকারীকে অনুশিক্ষণের সংজ্ঞা শ্রেণীতে বলতে বলা হবে।

৩. প্রশিক্ষক মূল প্রশ্নের আলোকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পাঠের ক্ষুদ্রতম বা মৌলিক বিষয় নিয়ে চর্চা করাই হচ্ছে অনুশিক্ষণ। সাধারনত এক একটি অনুশিক্ষণ পাঠ শিক্ষাদানের এক একটি বিশেষ কৌশলের উপর হয়। সমগ্র শিক্ষণ ব্যবস্থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে অনুশীলন করাই অনুশিক্ষণ।

পর্ব-খ. অনুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই পদ্ধতি প্রয়োগ

১. অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অনুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই পদ্ধতির ধাপগুলো চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত করতে বলুন। এ ব্যাপারে তাদের কল্পনা, চিন্তা, ধীশক্তিকে ব্যবহার করতে বলতে হবে। পাঁচ মিনিট সময় দিতে হবে তালিকা চূড়ান্তকরণের জন্য।

২. যারা সবচাইতে বেশি পদ্ধতি চিহ্নিত করেছেন অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে তাদের জোরে পড়তে বলুন। অন্যদের বলুন মনোযোগ দিয়ে শুনতে। যা যা বাদ পড়েছে সেগুলো লিপিবদ্ধ করতে/ যা যা মিলে যাচ্ছে সেগুলো টিক চিহ্ন দিতে বলুন।

৩. সম্মিলিত অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মত বিনিময় করবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

প্রশ্ন করার কৌশল, পাঠ ঘোষণা করার কৌশল, উপকরণ ব্যবহারের কৌশল, সঠিক উত্তরদাতাকে উৎসাহদানের কৌশল, বোর্ড ব্যবহারের কৌশল, উদ্দীপকের তারতম্য, শিখন অগ্রগতি পরীক্ষণ, অনুশীলনী পাঠ, শিক্ষকের ভূমিকাভিনয় ইত্যাদি।

পর্ব-গ. অনুশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা

১. অংশগ্রহণকারীগণকে অনুশিক্ষণের যে কোন একটি অধিবেশনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে বলুন। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পাঠদান শেষে গঠনমূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে পাঠ পুনর্গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের একটি বা দুটি বিশেষ দক্ষতা কেমনভাবে শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করেছেন তা চিহ্নিত করবেন।

২. আলোচনার মূল দুটি পদ 'পর্যবেক্ষক' এবং 'যাকে পর্যবেক্ষণ করা হবে' সম্পর্কে ধারণা দিন।

৩. অংশগ্রহণকারীগণ গঠনমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন এবং ফলাবর্তন দেবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

- ৫ থেকে ১০ জনের ছোট একটি দলের সামনে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক পাঠের একটি খন্ডাংশ উপস্থাপন করবেন।
- ৫ থেকে ৬ মিনিট সময়কালের মধ্যে প্রশিক্ষণার্থী শুধু একটি বা দুটি বিশেষ দক্ষতা সার্থকভাবে ব্যবহার করে আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হবেন।
- পাঠদান শেষে Video টেপ ব্যবহার করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ করেন এবং পাঠদান কৌশলগতভাবে কতটুকু সার্থক হয়েছে তা পর্যালোচনা করেন।
- ফলাবর্তনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক তাঁর পাঠ পুনর্গঠন করেন।

পর্ব- ঘ. অনুশিক্ষণের দক্ষতাসমূহ

১। ব্ল্যাকবোর্ডের বাম পাশে নিচের প্রশ্নগুলো লিখুনঃ

* অনুশিক্ষণে কোন কোন দক্ষতার উপর গুরুত্ব প্রদান করবেন?
* চেক লিষ্টে কী কী দক্ষতা অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন?
* কোনটির উপর গুরুত্ব দেয়া হবে সে সম্পর্কে কে সিদ্ধান্ত নেবেন?

২। অংশগ্রহণকারীগণ পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করবেন। তারা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করবেন এবং তৃতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

৩। সম্মিলিত অধিবেশনে এসব প্রশ্নের উত্তর শোনা যাবে।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

উদ্দীপনার তারতম্য, পাঠ প্রস্তুতি, বলবৃদ্ধি, প্রশ্নকরণে দ্রুততা, বিভিন্নমূখী প্রশ্ন, সমাপ্তিকরণ পদ্ধতি, মনোযোগী আচরণের স্বীকৃতি, বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গি, শ্রবণ দর্শন উপকরণ ব্যবহার, শিক্ষকের ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

মূল্যায়ন

১। অনুশিক্ষণ কী?

২। অনুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়?

৩। অনুশিক্ষণের মাধ্যমে আপনি কী অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন?

৪। অনুশিক্ষণের দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করুন।

অনুশীলন

অনুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

অনুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই - চেকলিষ্ট

শিক্ষকের কার্যাদি	মন্তব্য
● পাঠ সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন	
● শিক্ষক পাঠটিকে আকর্ষণীয় ও মিথস্ক্রিয়াভিত্তিক করেছেন	
● শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেছেন	
● পাঠ ঘোষণা করার কৌশল সঠিক হয়েছে	
● উপকরণ ব্যবহারের কৌশল সঠিক হয়েছে	
● শিক্ষক বিভিন্নমুখী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন এবং শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন রকম উত্তর দিয়েছে	
● শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তরদানের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেছেন	
● শিক্ষকের ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ স্বচ্ছ ও নির্ভুল ছিল	
● শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পাঠে সক্রিয় করেছেন	
● শিক্ষক পাঠদানের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের তারতম্য ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন।	

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৫১**

মূল শিখনীয় বিষয়

অনুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ ঃ মূল শিক্ষণীয় বিষয়

অনুশিক্ষণ হচ্ছে দক্ষতা ভিত্তিক এক ধরণের প্রশিক্ষণ কৌশল। পাঠের ক্ষুদ্রতম বা মৌলিক বিষয় নিয়ে চর্চা করা বা Practice করাই হচ্ছে অনুশিক্ষণ। শিক্ষণের সবগুলো কৌশল একবারে আয়ত্ত না করে অনুশীলনের মাধ্যমে মাত্র একটি করে কৌশল একবারে আয়ত্ত করতে হয়। সমগ্র শিক্ষণ ব্যবস্থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে অনুশীলন করাই অনুশিক্ষণ। সুতরাং অনুশিক্ষণ এমন এক ধরণের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শিক্ষণ দক্ষতা বারবার অনুশীলন করে আয়ত্ত করতে হয়।

সাধারণ মুখস্ত ধরণের প্রশ্ন দ্রুততার সাথে করা যায়। কিন্তু কঠিন প্রশ্ন করতে হলে প্রথমে একটু বিরতি দিয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট স্বরে প্রশ্নটি করে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুযোগ দিতে হবে। সব শিক্ষার্থীদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করতে হবে। প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ। শ্রেণীকক্ষে ঢুকেই শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন না। প্রথমে উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টা করবেন। অতঃপর জানা থেকে অজানা জ্ঞানের সূত্র ধরে পাঠ ঘোষণা করতে হবে।

সঠিক উত্তর প্রদানকারীকে উৎসহিত করতে হবে। ভুল উত্তর প্রদানকারীকে নিরুৎসাহিত না করে সহজ ভঙ্গিতে সঠিক উত্তরটি জানিয়ে দিতে হবে। তারপর তাকে একটি সহজ প্রশ্ন করতে হবে। অতঃপর উত্তর সঠিক হলে তাকে দু'একটি কথা বলে উৎসাহিত করতে হবে। উত্তর ভুল হলে বা উত্তর দিতে না পারলে কখনও নিরুৎসাহিত করা যাবে না।

পাঠদানের সময় উদ্দীপকের তারতম্য ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। যেমন কণ্ঠস্বরের উঠা-নামা। একটি শব্দ বা লাইন জোর দিয়ে বলা, বোর্ডে যেয়ে একটি শব্দ বা লাইনের নীচে আন্ডারলাইন করে উদ্দীপকের তারতম্য ঘটানো যায়। তবে একটি কৌশল বা দক্ষতাকে অন্য কৌশল থেকে আলাদা করা যায় না (One technique can not be isolated from other.)

৫ থেকে ১০ জনের ছোট একটি দলের সামনে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক একটি খন্ডাংশ উপস্থাপন করবেন। এখানে একজন সঙ্গী শিক্ষার্থী ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে কাজ করবেন। ৫ থেকে ৬

মিনিট সময়কালের মধ্যে প্রশিক্ষার্থী শুধু একটি বা দুটি বিশেষ দক্ষতা সার্থকভাবে ব্যবহার করে আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হবেন।

অণুশিক্ষণ একটি স্বশিক্ষণ কৌশল। প্রশিক্ষণার্থী পাঠদানের ক্ষেত্রে নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। VCR এর মাধ্যমে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। পরে এ পদ্ধতিতে আবার অনুশীলনের মাধ্যমে দোষত্রট্টি সংশোধন ও পরিমার্জনের সুযোগ পায়।

অনুশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকতার দক্ষতা বৃদ্ধিতে যদিও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি (যেমন- Video Camera, VCR) এর প্রয়োজন এবং অনেক বেশি সময় প্রয়োজন হয় তথাপি সফল শিক্ষাদানের জন্য ও সফল শিক্ষক তৈরির জন্য এ দক্ষতা অত্যন্ত সহায়ক। কারণ অনুশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে একজন নতুন শিক্ষক শিক্ষাদানের সকল কৌশল আয়ত্ত করে হতে পারেন একজন সার্থক শিক্ষক।

মূল্যায়ন

১. অনুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৫২**

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

ভূমিকা

শিক্ষক প্রশিক্ষণ বা অন্য যে কোন প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন অধিবেশন থাকে। এ অধিবেশনে একজন প্রশিক্ষণার্থী facilitator কর্তৃক বিষয়বস্ত বিবরণ দেওয়ার পর অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে উপসথাপন করেন। facilitator অন্য উপস্থাপনাকারীর ভুল সংশোধন করে দেন। এতে উপস্থাপনাকারী নিজে এবং অন্যরা একটি Hand on ধারণা পান। এটাই মূলত ছদ্মশিক্ষণ। এর মূল্যায়ন খুব জটিল; তবে এটি অত্যন্ত ফলপ্রসু পদ্ধতি। এবার আসুন আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- ছদ্ম শিক্ষণকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারবেন।
- ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ছদ্ম শিক্ষণের কেন্দ্রীয় বিষয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ ঃ

পর্ব-ক. ছদ্ম শিক্ষণ

১. সমবেত অংশগ্রহণকারীগণকে মূল প্রশ্নের আলোকে চিন্তা করতে বলা হবে।

২. ২/১ জন অংশগ্রহণকারীকে ছদ্ম শিক্ষণের সংজ্ঞা শ্রেণীতে বলতে বলা হবে।

৩. প্রশিক্ষক মূল প্রশ্নের আলোকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

একটি বাস্তব পরিবেশে শিক্ষক যেভাবে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করেন ঠিক সেইভাবে একটি কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করাই হচ্ছে ছদ্ম শিক্ষণ।

পর্ব-খ. ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই পদ্ধতির প্রয়োগ

১। অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই পদ্ধতির ধাপগুলো চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত করতে বলুন। এ ব্যাপারে তাদের কল্পনা, চিন্তা, ধীশক্তিকে ব্যবহার করতে বলতে হবে। পাঁচ মিনিট সময় দিতে হবে তালিকা চূড়ান্তকরণের জন্য।

২। যারা সবচাইতে বেশি পদ্ধতি চিহ্নিত করেছেন অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে তাদের জোরে পড়তে বলুন। অন্যদের বলুন মনোযোগ দিয়ে শুনতে। যা যা বাদ পড়েছে সেগুলো লিপিবদ্ধ করতে/ যা যা মিলে যাচ্ছে সেগুলো টিক চিহ্ন দিতে বলুন।

৩। সম্মিলিত অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মত বিনিময় করবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ভূমিকা, শিখন অগ্রগতি পরীক্ষণ, গাঠনিক মূল্য যাচাই, সামষ্টিক মূল্য যাচাই, ছদ্ম শিক্ষণ পরিকল্পনা, ফলাবর্তন প্রক্রিয়া, অনুশীলনী পাঠ, শিক্ষকের ভূমিকাভিনয়, প্রেষণা ইত্যাদি।

পর্ব-গ. ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা

১। অংশগ্রহণকারীগণকে ছদ্ম শিক্ষণের যে কোন একটি অধিবেশনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে বলুন। যেমন, শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। তা যে কেবল আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ/ কর্মশিবিরের মাধ্যমে হবে এমনটি নয়। শিখনে অপর গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে অন্য শিক্ষককে পর্যবেক্ষণ করা এবং পর্যবেক্ষণকারীগণের ফলাবর্তন।

২। আলোচনার মূল দুটি পদ 'পর্যবেক্ষক' এবং 'যাকে পর্যবেক্ষণ করা হবে' সম্পর্কে ধারণা দিন।

৩। অংশগ্রহণকারীগণ গঠনমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন এবং ফলাবর্তন দেবেন।

সম্ভাব্য উত্তর ঃ

- একজন শিক্ষক অপর শিক্ষকের কাজ দেখে এবং খোলাখুলি কথাবার্তা বলে শিখতে পারেন তবে সমালোচনা করে নয়।
- সহকর্মীর কার্যাদি থেকে শিক্ষাদানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জেনে নিজের করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
- শিক্ষক কখনও সহায়তা, উপদেশ এবং ফলাবর্তন পেয়ে থাকেন।
- শিক্ষকের পেশাগত অনুশীলনের মান উন্নীতকরণে সহায়তা করে।

পর্ব-ঘ. ছদ্ম শিক্ষণের কেন্দ্রীয় বিষয়

১। ব্ল্যাকবোর্ডের বাম পাশে নিচের প্রশ্নগুলো লিখুনঃ

* ছদ্ম শিক্ষণে কোন কোন ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব প্রদান করবেন?

* চেক লিষ্টে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন?

* কোনটির উপর গুরুত্ব দেয়া হবে সে সম্পর্কে কে সিদ্ধান্ত নেবেন?

২। অংশগ্রহণকারীগণ পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করবেন। তারা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করবেন এবং তৃতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

৩। সম্মিলিত অধিবেশনে এসব প্রশ্নের উত্তর শোনা যাবে।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পরিকল্পনা, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, যোগাযোগ, দর্শনীয় উপকরণ, শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ।

মূল্যায়ন

১। ছদ্ম শিক্ষণ কী?

২। ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়?

৩। ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে আপনি কী অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন?

৪। ছদ্ম শিক্ষণের কেন্দ্রীয় বিষয় কী হওয়া উচিত?

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৫২**

অনুশীলন

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই - চেকলিষ্ট

শিক্ষকের কার্যাদি	মন্তব্য
• শিক্ষক পাঠটির ক্ষেত্রে যে যে বিষয়ে অর্জিত শিখন হবে সেগুলোর উপর প্রাধান্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন।	
• শিক্ষক পাঠ সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।	
• শিক্ষক পাঠটিকে আকর্ষণীয় ও মিথষ্ক্রিয়া ভিত্তিক করেছেন।	
• শিক্ষকের পাঠ সম্পর্কিত নির্দেশনা সুস্পষ্ট ছিল।	
• শিক্ষক সহানুভূতির সংগে শিক্ষার্থীর ভুল সংশোধন করেছেন।	
• শিক্ষকের স্বর স্পষ্ট।	
• শিক্ষকের ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ স্বচ্ছ ও নির্ভুল ছিল।	
• শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেছেন।	
• শিক্ষক নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন এবং শিক্ষার্থীগণ নানা রকম উত্তর দিয়েছে।	
• শিক্ষক সকল ধরণের সুযোগ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে পাঠ সক্রিয় করেছেন।	
• শ্রেণীকক্ষ শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে ছিল।	
• শিক্ষক দর্শনীয় উপকরণ ব্যবহার করেছেন।	
• পরিকল্পনা অনুসৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ।	

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৫২**

মূল শিখনীয় বিষয়

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

ছদ্ম শিক্ষণ কৌশলটি একটি গ্রুপে সম্পন্ন হয়। একটি গ্রুপে একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ভূমিকায় এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষার্থী ও পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ছদ্ম শিক্ষণের সমগ্র কার্যক্রমটি প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ ও ভূমিকাভিনয়ের একটি প্রশিক্ষণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

শিক্ষক পর্যবেক্ষণের অর্থ হল - শিক্ষাদানকালে শিক্ষকের কর্মতৎপরতা ও পেশাগত অনুশীলন লক্ষ্য করা, তাঁদের কাজ, মিথষ্ক্রিয়া এবং ফলাফল দেখা এবং ফলাবর্তন প্রদান করা। এ ফলাবর্তন ইতিবাচক ও গঠনমূলক হতে হবে। একজন শিক্ষক অপর শিক্ষকের কাজ দেখে এবং খোলাখুলি কথাবার্তা বলে শিখতে পারেন তবে সমালোচনা করে নয়। সহকর্মীর কার্যাদি থেকে শিক্ষাদানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জেনে নিজের করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে ছদ্ম শিক্ষণের অভিজ্ঞতা ইতিবাচক হতে পারে - যেমন, শিক্ষক কখনও সহায়তা, উপদেশ এবং ফলাবর্তন পেয়ে থাকেন। আবার অন্য ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ পরিদর্শক যখন পর্যবেক্ষণ করেন, এ অভিজ্ঞতা নেতিবাচক হতে পারে। শিক্ষক পর্যবেক্ষণের দুটি প্রদান চ্যালেঞ্জ বা প্রতিরোধ রয়েছে। পর্যবেক্ষণের একটি চ্যালেঞ্জ বা প্রতিরোধ হল ইতিবাচক ও গঠনমূলক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। শিক্ষকতা একটি আবেগতাড়িত পেশা। অতএব শিক্ষকের শিক্ষকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নেতিবাচক ফলাবর্তন দিয়ে তাঁর আত্ম-মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করা যায়।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ/ প্রতিরোধ হল - কেমন করে সুনির্দিষ্ট বিষয় চিহ্নিত করা যায়? একটি পাঠে অনেক কিছু ঘটে থাকে, কিন্তু প্রত্যেকটির প্রতি মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব শিক্ষাদানের পূর্বেই কোন কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, যে পর্যবেক্ষণ শিক্ষকের পেশাগত অনুশীলনের মান উন্নীতকরণে সহায়তা করে এবং গঠনমূলক ফলাবর্তন প্রদান করে তাকে গঠনমূলক বা উন্নয়নমূলক পর্যবেক্ষণ বলে। অন্যদিকে সামষ্টিক পর্যবেক্ষণে শিক্ষককে কেবলমাত্র গ্রেডিং করা হয়। বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে গঠনমূলক পর্যবেক্ষণকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে যাকে পর্যবেক্ষণ করা হয় তাঁর পেশাগত মান উন্নয়নে সহায়তা করা হয়। কারণ উন্নয়ন তখনই ঘটে যখন তাঁরা স্বেচ্ছায় সক্রিয়ভাবে ফলাবর্তনের মাধ্যমে সাড়া দেয়। যে শিক্ষককে পর্যবেক্ষণ করা হয় তাকে পর্যবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়াটা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে একবার যখন পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষণাধীন শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় তখন পর্যবেক্ষক তার পর্যবেক্ষণের মূল দিক তুলে ধরলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের শিক্ষণের মান উন্নয়নের ফলাবর্তন কার্যকর হয়। এতে ২য় ও ৩য় পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে।

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য। কারণ প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের যাবতীয় ভুল-ত্রুটি চিহ্নিতপূর্বক সংশোধনের পরামর্শ ও সহায়তা করা হয়। এজন্য ছদ্ম শিক্ষণের অনুশীলন এবং মূল্যযাচাই কাজ শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে অত্যন্ত সহায়ক।

মূল্যায়ন

১. ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিন।

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৫২**

নির্দেশিত কাজ (Directed Study)-৯

অনুশিক্ষণ ও ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

লক্ষ্য: অনুশিক্ষণ ও ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যাযাচাইকরণের যথার্থতা নিরূপণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলা।

সংগঠন প্রক্রিয়া: ৪/৫ জন শিক্ষার্থী সমন্বয়ে শ্রেণীতে দল গঠন করতে হবে। প্রত্যেক দলের দলনেতাগণ প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী স্ব-স্ব দলের সদস্যদের সংগঠিত করবেন ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অত:পর প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দল ভিত্তিক লিখিত প্রতিবেদন জমা দিবেন।

কার্যপ্রণালী:

প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলকে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে বলবেন ঃ

১। প্রত্যেক দলের সদস্যগণকে অনুশিক্ষণের সংজ্ঞা নিরূপণ ও এর প্রয়োগ পদ্ধতির কৌশল গুলো চিহ্নিত করতে হবে।

২। অনুশিক্ষণের দক্ষতা সমূহের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

৩। ছদ্ম শিক্ষণের সংজ্ঞা নিরূপণ ও এর প্রয়োগ পদ্ধতির কৌশল গুলো চিহ্নিত করতে হবে।

৪। শ্রেণীকক্ষে ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠদান পরিকল্পনার একটি ছক প্রণয়ন করতে হবে।

৫। অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী মূল্যায়নের একটি চেকলিষ্ট প্রণয়ন করতে হবে।

৬। প্রত্যেক দলের সদস্য ও দলনেতাদের মুক্ত আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরিকা/ছক/চেকলিষ্ট চূড়ান্ত করতে হবে।]

৭। এক পৃষ্ঠার রিপোর্টে সারাংশ / মতামত/ ছক/ প্রধান সুপারিশ পেশ করতে হবে।

প্রদেয় সামগ্রী:

প্রত্যেক দলনেতা ২টি করে পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন/সমস্যা ও সম্পাদিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা পূর্বক প্রশিক্ষকের মতামত নেবেন।

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৫৩**

ফলাবর্তনের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

ভূমিকা

একজন শিক্ষক যখন শ্রেণীকক্ষে পড়ান তখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু গ্রহণ করল। কিন্তু প্রশ্ন হল তিনি এটা জানবেন কী করে? ফলাবর্তনের মাধমে এটি জানা সম্ভব। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে তিনি জানতে পারবেন। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সাড়া দেওয়ারটাই মূলত: ফলাবর্তন। পাঠদানে ফলাবর্তন অত্রন্ত ফলপ্রসূ কৌশল। এবার আসুন আমরা ফলাবর্তনের মাধ্যমে মূল্য যাচাইয়ের বিবিধ বিষয় জেনে নিই।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- ফলাবর্তন - কে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- ফলাবর্তনের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষা করতে পারবেন।
- মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সঠিকভাবে পরীক্ষাকরণের জন্য সূচকগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক. ফলাবর্তন

১. অংশগ্রহণকারীদের বলতে হবে তারা প্রতি দুজন জুটি বেঁধে ফলাবর্তন এর বর্ণনার জন্য এক লাইনের একটি সংজ্ঞা তৈরি করবেন।

২. অংশগ্রহণকারী ২/১টি জুটিকে ফলাবর্তন এর সংজ্ঞা শ্রেণীতে বলতে বলা হবে।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

ফলাবর্তন হচ্ছে প্রশিক্ষকের বার্তা পাওয়ার পর প্রশিক্ষণার্থী যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে প্রশিক্ষককে তাঁর বার্তা সম্পর্কে জানায়।

পর্ব-খ. ফলাবর্তনের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

১। পাঠদান ও পরীক্ষার প্রকার সম্পর্কে বাস্তব শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। জোড়ায় জোড়ায় তারা মত বিনিময় করবেন।

২। একটি পাঠ চলাকালে এবং পাঠদান শেষে অংশগ্রহণকারীগণ পরীক্ষা সম্পর্কিত যে অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করেছেন কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে সেগুলোর জন্য মাথা খাটাবেন। তারা তাদের ধারণা ও উদাহরণগুলো কর্মপত্র-এ প্রকাশ করবেন। এটি কি এবং কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা ব্যাখ্যা করুন।

৩। সম্মিলিত অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মত বিনিময় করবেন। সম্পূরক পাঠ দ্বারা তাদের শিখন আরও সম্প্রসারিত হবে।

সম্ভাব্য উত্তর ঃ

কখন পরিচালিত	প্রকার	উদ্দেশ্য	নমুনা পরিমাপ
পাঠদানের আগে	স্থাপনা অথবা প্রাক মূল্যযাচাই	• শিক্ষার্থীর প্রারম্ভিক জ্ঞান ও কৌশল যাচাই। • শিক্ষার্থীগণকে যথার্থ শিখন দলে বিন্যস্ত করুন।	প্রাক পরীক্ষা প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা প্রবণতামূলক পরীক্ষা
পাঠদান চলাকালে	সমস্যা নির্ণয় ও মূল্যযাচাই গাঠনিক মূল্যযাচাই	শিক্ষণ সমস্যা ও তার কারণ বের করুন শিখন অগ্রগতি পরীক্ষা করুন	শ্রেণীকক্ষের কৃতকার্যতা (সাপ্তাহিক, মাসিক, মৌখিক ও শ্রেণীকক্ষ পরীক্ষা) শিক্ষককৃত পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ বাড়ির কাজ
পাঠদানের শেষে	সমষ্টিক মূল্যযাচাই	শিক্ষাদানের লক্ষণগুলো কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণকরণ	অর্জিত পরীক্ষাসমূহ (এসএসসি পরীক্ষা, বার্ষিক ও সাময়িক পরীক্ষা)

পর্ব-গ. মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার পার্থক্যসমূহ

১। অংশগ্রহণকারীগণকে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পার্থক্য চিহ্নিত করতে উৎসাহিত করা হবে। তাদের গৃহীত পদক্ষেপ চিহ্নিত করবে এবং এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করবে।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পৃথকভাবে পরীক্ষা নেয়া হয়, কিন্তু লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে একই সাথে একই সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়া হয়। মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়া হয়। মৌখিক পরীক্ষা মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীকে সমানভাবে বিচার করা যায় না। অপরপক্ষে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে সমানভাবে বিচার করা সম্ভব হয়। মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নের কাঠিন্যের মাত্রা ঠিক থাকে না কিন্তু লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নের কাঠিন্যের মাত্রা ঠিক থাকে।

পর্ব-ঘ. সঠিকভাবে পরীক্ষাকরণের সূচকসমূহ

- প্রশিক্ষক একটি উত্তম পরীক্ষার সূচক সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিবেন এবং প্রত্যেকটি সূচক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে শ্রেণী কার্যে ব্যবহৃত একটি পরীক্ষা বিশ্লেষণ করার জন্য বলতে হবে।
- সম্মিলিত অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মতবিনিময় করবেন।
- প্রশিক্ষক ৮এ বর্ণিত কার্যাবলি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা, নৈর্ব্যক্তিকতা/ বিষয় নির্ভরতা, বাস্তবতা, মিতব্যয়ীতা।

মূল্যায়ন

১। ফলাবর্তন কী?

২। ফলাবর্তনের মাধ্যমে কেন মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষা করা হয়?

৩। মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার পার্থক্যগুলো কী?

৪। উত্তম পরীক্ষা চিহ্নিতকরণ ও গঠনের সূচকগুলো কী কী?

অনুশীলন

ফলাবর্তনের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

পাঠদানের আগে, পাঠদান চলাকালে এবং পাঠদানের শেষে অংশগ্রহণকারীগণ যে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেছেন তা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে সেগুলোর জন্য মাথা খাটাবেন। অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা ও উদাহরণগুলো নিচের ছকে প্রকাশ করবেন।

মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ

কখন পরিচালিত	প্রকার	উদ্দেশ্য	নমুনা পরিমাপ
পাঠদানের আগে	পাঠটীকা,প্রস্তুতি,উপকরণ	সার্থক ও কার্যকর পাঠদান	যথার্থতা যাচাই
পাঠদান চলাকালে	পদচারণা নিয়ন্ত্রণ,উপস্থাপন	পারগতা, সহায়তা, অনুশীলন	তথ্য,অর্জন,গতি
	মূল্যায়ন,প্রাপ্ত নম্বর,সনদ,পদক	মর্যাদা, সেবা,পরিচালনা	মান,গুণ, অগ্রগতি, পরিবর্তন

কখন পরিচালিত	প্রকার	উদ্দেশ্য	নমুনা পরিমাপ
পাঠদানের শেষে			

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৫৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

ফলাবর্তনের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণঃ

ফলাবর্তন প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য। একটি চলমান এবং দ্বিমুখী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষক তাঁর পাঠদান কার্যক্রমের অর্জিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে ক্রমাগত ভূমিকা রাখতে পারেন।

মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে ফলাবর্তন। ফলাবর্তনের মাধ্যমে প্রশিক্ষক পাঠদানের আগে, পাঠদান চলাকালে এবং পাঠদানের শেষে অর্জিত জ্ঞান, ধীশক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি অত্যন্ত সহজ উপায়ে নিরূপণ করতে পারেন। তাছাড়া বিভিন্ন নমুনা পরিমাপ ব্যবহার করে ফলাবর্তনের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষা করা বেশ সহজতর হয়।

পাঠদানের আগে ফলাবর্তনের মাধ্যমে স্থাপনা অথবা প্রাক মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষা করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রারম্ভিক জ্ঞান ও কৌশল যাচাই করা সম্ভব হয় এবং শিক্ষার্থীগণকে যথার্থ শিখন দলে বিন্যস্ত করা যায়। প্রাক পরীক্ষা, প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা এবং প্রবণতামূলক পরীক্ষা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পাঠদান চলাকালে ফলাবর্তনের মাধ্যমে সমস্যা নির্ণয় ও মূল্যযাচাই এবং গাঠনিক মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষা করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষণ সমস্যা ও তার কারণ চিহ্নিত এবং শিখন অগ্রগতি পরীক্ষা করা যায়। শ্রেণীকক্ষের কৃতকার্যতা (সাপ্তাহিক, মাসিক, মৌখিক ও শ্রেণীকক্ষ পরীক্ষা) শিক্ষককৃত পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, বাড়ির কাজ ইত্যাদি এ ধরণের ফলাবর্তনের দৃষ্টান্ত।

পাঠদানের শেষে ফলাবর্তনের মাধ্যমে সামষ্টিক মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষা করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষাদানের লক্ষণগুলো কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণ করা যায়। অর্জিত পরীক্ষাসমূহ যেমন- এসএসসি পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা ও সাময়িক পরীক্ষা এর সুস্পষ্ট উদাহরণ।

মনোবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষামূলক ফলাবর্তনের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ এক প্রকার পরিমাপ যন্ত্র। পরীক্ষাগুলো পরিমাপ করার ক্ষমতা নির্ভর করে কতগুলো সূচকের উপর। যেকোন উত্তম পরীক্ষার নিচের সূচক গুলো থাকা একান্তই আবশ্যক। এগুলোর যদি অভাব থাকে তবে পরীক্ষাটিকে নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা বলা যাবে না। সূচকগুলো হলোঃ

(ক) যথার্থতা (Validity)

(খ) নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)

(গ) নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)

(ঘ) প্রয়োগশীলতা (Administrability)

(ঙ) সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তা (Interpretation and Comparability)

(চ) মিতব্যয়ীতা (Economy)

মূল্যায়ন

১. ফলাবর্তনের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করুন।

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৫৪**

মূল্যযাচাই অন্তর্ভুক্তির জন্য পাঠ্যসূচীর সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পাঠ পরিকল্পনার পর্যালোচনা

ভূমিকা

মূল্যায়ন পাঠ পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারণ যে বিষয়বস্তু পাঠদান করানো হয় তা মূল্যায়ন করা না হলে কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয় না। বিষয়বস্তুর ধরনের উপর নির্ভর করে তার মূল্যায়ন। সেকারণে মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করার পূর্বে অবশ্যই বিষয়বস্তুর পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন। এবার আসুন আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- পাঠ পরিকল্পনা - কে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- পাঠ পরিকল্পনার পর্যালোচনা সম্পর্কে ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মূল্যযাচাই অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন।
- পাঠ পরিকল্পনার পর্যালোচনার সুবিধা/অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক. শিখন পরিকল্পনা

১. সমবেত অংশগ্রহণকারীগণকে মূল প্রশ্নের আলোকে চিন্তা করতে বলা হবে।

২. ২/১ জন অংশগ্রহণকারীকে পাঠ পরিকল্পনার সংজ্ঞা শ্রেণীতে বলতে বলা হবে।

৩. প্রশিক্ষক মূল প্রশ্নের আলোকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

শিক্ষণ কার্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অগ্রিম গৃহীত পদক্ষেপ বা পূর্ব নক্সা হচ্ছে পাঠ পরিকল্পনা।

পর্ব-খ. পাঠ পরিকল্পনার পর্যালোচনা সম্পর্কে ধারণা

১। সমবেত অংশগ্রহণকারীগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হবেন। প্রতিটি দল মূল প্রশ্নের আলোকে আলাপ-আলোচনা করে খাতায় লিখবেন।

২। প্রতিটি দলকে তাদের প্রণীত ধারণার বিবরণ শ্রেণীকক্ষে জোরে পড়ে শুনানোর জন্য বলা হবে।

সম্ভাব্য উত্তর ঃ

শিক্ষণ কার্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অগ্রিম গৃহীত পদক্ষেপ বা পূর্ব নক্সা হচ্ছে পাঠ পরিকল্পনা।

পর্ব-গ. মূল্যযাচাই অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যসমূহ

১। অংশগ্রহণকারীগণকে কয়েকটি দলে ভাগ করা হবে। প্রতিটি দল মূল প্রশ্নের বিবেচ্য কমপক্ষে ৫টি পয়েন্ট চিহ্নিত করবেন। এজন্য সময় দেয়া হবে ৫ মিনিট।

২। ২/১টি দলকে তাদের চিহ্নিত পয়েন্টগুলো সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে বলা হবে।

৩। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো প্রশিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। অন্যান্যরা স্ব স্ব খাতায় লিখবেন। যাদের মিলে যাবে তারা খাতায় টিক চিহ্ন দেবেন। প্রশিক্ষক সকল দলের পয়েন্টগুলো সমন্বয় করে পরবর্তী পর্বে অগ্রসর হবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

- স্কুলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষযে স্থিরীকৃত ন্যূনতম জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হল কি-না, তা প্রমাণ করা।
- স্থিরীকৃত মানদন্ডের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের কৃতকার্যতার মাত্রার সঙ্গে শিক্ষকের শিক্ষাদানগত নৈপুণ্যের মাত্রা নিরূপণ করা।
- শিক্ষার্থীদের অনাগত জীবনে পড়াশুনা বা পেশাগত বিষয়ের উপর কৃতকার্যতা সম্বন্ধে পূর্বাভাষ প্রদান করা।
- পুঁথিগত জ্ঞান ছাড়াও মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে ব্যক্তির কতিপয় গুণাবলির মাত্রা মোটামুটিভাবে নিরূপণ করা।

পর্ব-ঘ. পাঠ পরিকল্পনার পর্যালোচনার সুবিধা/ অসুবিধাসমূহ

১। প্রশিক্ষক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিবেন যাতে করে প্রশিক্ষণার্থীর পাঠ পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং বর্তমান মূল্যযাচাই পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পায়।

২। মাথা খাটানের জন্য অংশগ্রহণকারীদেরকে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন।

৩। প্রত্যেক দল নিচের যেকোন একটি প্রশ্নের উপর কাজ করবেন।

* সফল মূল্যযাচাইয়ের অভিপ্রায় কী?
* মূল্যযাচাইতে কী অন্তর্ভুক্ত এবং কী অন্তর্ভুক্ত নয়?
* প্রত্যাশিত পাঠ পরিকল্পনা কী এবং কতটুকু শিক্ষার্থীরা অর্জন করে?
* পাঠ পরিকল্পনার পর্যালোচনার সুবিধাগুলো কী?
* পাঠ পরিকল্পনার পর্যালোচনার অসুবিধাগুলো কী?

৪। দলগুলো ১১-এ বর্ণিত প্রশ্নগুলোর পোষ্টার তৈরি করবেন এবং সম্মিলিত অধিবেশনে মতামত বিনিময় করবেন।

৫। প্রশিক্ষক অধিবেশনের শিখনফল সমষ্টিকরণ করবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

মূল্যযাচাই হল শিক্ষাক্রমের বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পাঠ্যসূচি সুনির্দিষ্ট বিষয় পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক পরিচালিত শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা আদান-প্রদান প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার মূল্যযাচাই করা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মননশীল ক্ষেত্রের পাশাপাশি তার আবেগিক ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রের মূল্যযাচাই সম্ভব হয়।

মূল্যযাচাইয়ের উপাদানগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুতে কৃতিত্ব অর্জন

(খ) শিক্ষার্থীর অনুসন্ধানমূলক দক্ষতা

(গ) ব্যক্তিগত ও যোগাযোগ দক্ষতা

(ঘ) সহযোগিতামূলক দক্ষতা

(ঙ) সামাজিক গুণাবলি ও নৈতিক মূল্যবোধ

মূল্যায়ন

১। পাঠ পরিকল্পনা কী?

২। পাঠ পরিকল্পনার পর্যালোচনা সম্পর্কে ধারণা দিন।

৩। মূল্যযাচাই অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যসমূহ কী?

৪। পাঠ পরিকল্পনার পর্যালোচনার সুবিধাগুলো কী?

অনুশীলন

মূল্যযাচাই অন্তর্ভুক্তির জন্য পাঠ্যসূচীর সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পাঠ পরিকল্পনার পর্যালোচনা

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উল্লেখ করুন

কাজ	সম্ভাব্য উত্তর
মূল্যযাচাই অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যগুলো কী?	১. নির্ধারিত মান অনুযায়ী অর্জন যাচাই ২. ৩. ৪. ৫.
পাঠ পরিকল্পনার পর্যালোচনার সুবিধাগুলো কী?	১. শিক্ষার্থীর অনুসন্ধামূলক দক্ষতা যাচাই ২. ৩.

কাজ	সম্ভাব্য উত্তর
	৪. ৫.

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৫৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

মূল্যযাচাই অন্তর্ভুক্তির জন্য পাঠ্যসূচীর সুনির্দিষ্ট বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনার পর্যালোচনা

ভবিষ্যতে কি করা হবে তার অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণই হচ্ছে পরিকল্পনা। আর পাঠদান কার্য বাস্তবায়নে গৃহীত অগ্রিম পদক্ষেপ বা পূর্ব নক্সা হচ্ছে পাঠ পরিকল্পনা। অর্থাৎ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা তাই পাঠ পরিকল্পনা।

যেকোন কাজে হাত দেয়ার পূর্বে কাজটি কি উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। মূল্যযাচাই অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য। মূল্যযাচাই অন্তর্ভুক্তি কি উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে সে সম্পর্কে শিক্ষককে মনে মনে ধারণা পোষণ করতে হবে। মূল্যযাচাই অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষকের শিক্ষাদান সফলতা নির্ণয় করা হয়।

শিক্ষার্থীদের কৃতকার্যতার মাত্রা বৃদ্ধির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালানো শিক্ষা গ্রহণের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। মূল্যযাচাই অন্তর্ভুক্তি না থাকলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণে তেমন গরজ অনুভব করত না। এজন্য মূলযাচাই অন্তর্ভুক্তিকে শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষক স্বীয় শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পরিলক্ষিত দোষ-ত্রুটির মাত্রা নিরূপণপূর্বক সংশোধনের প্রয়াস পান।

পাঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ কতটুকু সাধিত হল তা শিক্ষার্থী যাতে তার মানসিক প্রক্রিয়াতে ধারণা, উপলব্ধি, ভাবানুভূতি ইত্যাদি প্রয়োগ করে প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রয়াস পায়, মূল্যযাচাই অন্তর্ভুক্তিতে যাতে অনুরূপ ব্যবস্থা থাকে, পরিকল্পনার সময় তা বিবেচনায় রাখতে হবে। মূল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রে বিষয়ের ব্যাপক অন্তর্ভুক্তির চাইতে শিক্ষার্থীর আচরণগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হবে পাঠ পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষা গ্রহণ যে শিক্ষার্থীদের আচরণে আবশ্যকীয় পরিবর্তন ঘটানোর একটি পন্থা, তা যেন শিক্ষক উপলব্ধি করেন এবং মূল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রে যেন তা প্রতিফলিত হয়।

মূল্যযাচাই অন্তর্ভুক্তির দ্বারা শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণের মাত্রা নির্ণয় হল শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যের মাত্রা সম্বন্ধে অনুধাবন এবং তাই এটি পাঠ পরিকল্পনার একটি অঙ্গ। পাঠ পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি বিষয়কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা-

(ক) বিষয়বস্তুর উপর ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ

(খ) চিন্তাশক্তির বিভিন্ন স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

(গ) শিক্ষার্থীর অভিপ্রেত আচরণ ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য লাভ

(ঘ) শিক্ষার্থীর উৎসুক ও প্রবণতার স্বরূপ নির্ণয়

(ঙ) শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধির হার নির্ণয়

(চ) শিক্ষার্থীর সৃজনী শক্তি বিকাশের মাত্রা নির্ণয়

(ছ) শিক্ষার্থীর সামাজিক মনোভাবের উৎকর্ষ সাধন

(জ) জীবন দর্শনের উপর বোধোদয়

মূল্যায়ন

১. পাঠ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করুন।

ইউনিট ৭ **অধিবেশন ৫৪**

নির্দেশিত কাজ (Directed Study)-১০

ফলাবর্তনের মাধ্যমে মূল্যযাচাই ও পাঠ্যসূচীর সুনির্দিষ্ট বিষয় শিখন পরিকল্পনার পর্যালোচনা

লক্ষ্য: ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তনের মাধ্যমে মূল্যযাচাই ও পাঠ্যসূচীর সুনির্দিষ্ট বিষয় শিখন পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও জ্ঞান অর্জন করা।

সংগঠন প্রক্রিয়া: ৪/৫ জন শিক্ষার্থী সমন্বয়ে শ্রেণীতে দল গঠন করতে হবে। প্রত্যেক দলের দলনেতাগণ প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী স্ব-স্ব দলের সদস্যদের সংগঠিত করবেন ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অতপর প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দল ভিত্তিক লিখিত প্রতিবেদন জমা দিবেন।

কার্যপ্রণালী:

প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলকে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে বলবেন ঃ

১। প্রত্যেক দলের সদস্যগণকে ফলাবর্তনের বিভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপন ও এর মাধ্যমে মূল্যযাচাই করার কৌশল গুলো চিহ্নিত করতে হবে।

২। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সমূহ চিহ্নিত করতে হবে।

৩। শিক্ষার্থীদের যথাযথ ভাবে পরীক্ষা করণের সূচক সমূহ সণাক্ত করতে হবে।

৪। পাঠ্যসূচীকে শিখন পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্তির উদ্দেশ্যগুলোর একটি তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

৫। শিখন পরিকল্পনার পর্যালোচনা করে এর সুবিধা ও অসুবিধা গুলো সনাক্ত ও চিহ্নিত করতে হবে।

৬। প্রত্যেক দলের সদস্য ও দলনেতাদের মুক্ত আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ চূড়ান্ত করতে হবে।

৭। এক পৃষ্ঠার রিপোর্টে সারাংশ / মতামত/ ছক/ প্রধান সুপারিশ পেশ করতে হবে।